

আনামগি পেত্রিকা

৩৪তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০১৯



একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৩৪তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল
২০১৯

দ্বি-মাসিক

সোনামণি পত্রিকা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

সূচীপত্র

- ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
- ◆ সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- ◆ নির্বাহী সম্পাদক
রবীউল ইসলাম
- ◆ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
মুহাম্মাদ মুযাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচতুর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ
- ◆ রাগ মানব জীবনের সবচেয়ে বড় দূশমন ০৬
- ◆ পবিত্রতা অর্জনে : গোসল ও তায়াম্মুম ১০
- সোনামণি সংলাপ : ভেজাল ১৪
- হাদীছের গল্প ১৯
- এসো দো'আ শিখি ২১
- গল্পে जागे प्रतिভা ২২
- ভ্রমণ স্মৃতি ২৪
- কবিতাগুচ্ছ ২৮
- আমার দেশ ৩০
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩২
- রহস্যময় পৃথিবী ৩৩
- দেশ পরিচিতি ৩৫
- যেলা পরিচিতি ৩৫
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৬
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৭
- ভাষা শিক্ষা ৩৯
- কুইজ ৩৯

সম্পাদকীয়

হাদীছ শিক্ষা

সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে অহী অবতরণের ধারা বন্ধ হয়েছে। ইসলামকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত পালনীয় একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। অহি-র বিধান সমূহ সংরক্ষিত আছে কুরআন মাজীদে যা অহিয়ে মাতলু এবং সুন্নাতে রাসূলে যা অহিয়ে গায়ের মাতলু। এ দু'টি মৌলিক উৎসের উপরই ইসলামী শরী'আত দৃঢ়ভাবে ভিত্তিশীল। ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এ দু'টি উৎস থেকে এসেছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি দু'টি বস্তু। যতদিন তোমরা এদু'টি বস্তু আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ' (মুওয়াত্তা হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬)। তিনি আরো বলেন, 'নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যান না। ছেড়ে যান কেবল ইলম' (আহমাদ হা/২১৭৬৩; মিশকাত হা/২১২)। আর শেষনবী (ছাঃ)-এর ছেড়ে যাওয়া সে ইলমই হল কুরআন ও হাদীছ। দীনার ও দিরহামের ক্ষয় আছে লয় আছে। কিন্তু ইলমের কোন ক্ষয় নেই লয় নেই। ইলম চিরন্তন। যে ঘরে হাদীছের পঠন-পাঠন হয় সে ঘরে যেন স্বয়ং শেষনবী (ছাঃ) কথা বলেন (সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৮১৪)।

কুরআন মাজীদকে যথাযথভাবে বুঝে আমল করা হাদীছ ব্যতীত সম্ভব নয়। কেননা কুরআনে মানবজাতিকে যেসব বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে হাদীছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমরা তোমার নিকটে যিকির নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলো তাদের নিকট ব্যাখ্যা করে দাও যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' (নাহল ১৬/৪৪)।

হাদীছ সরাসরি আল্লাহর অহী, নবীর কপোল কল্পিত কোন বাণী নয়। আল্লাহ বলেন, তিনি (রাসূল) নিজ থেকে (দ্বীনের বিষয়ে) কোন কথা বলেন না। যা বলেন, অহী করা হলেই কেবল বলেন' (নাভম ৫৩/৩-৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জেনে রেখ, আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু (অর্থাৎ হাদীছ)' (আবুদাউদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩)। তিনি আরো বলেন, আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধ পৌঁছলে সে বলবে যে, আমি

এসব কিছু জানিনা যা আল্লাহর কিতাবে পাব, তারই আমরা অনুসরণ করব' (আবুদাউদ হা/৪৬০৫; মিশকাত হা/১৬২)। ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ফরয করা হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে। কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ এতে স্পষ্ট করা হয়নি। হাদীছের মাধ্যমে তার বিস্তারিত নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর বাস্তব জীবনে এসব বিধান পালন করে উম্মতকে শিখিয়ে দিয়েছেন। সেকারণে আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল' (নিসা ৪/৮০)। আর সেটাই হল রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি কেবল এ জন্য যে, তাদের আনুগত্য করা হবে আল্লাহর অনুমতি ক্রমে' (নিসা ৪/৬৪)।

তাই হাদীছ শিক্ষা করা ও তদুপায়ী আমল করা ব্যতীত ইসলামী শরী'আতকে কল্পনা করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক আনীত বিধি-বিধান সার্বিক জীবনে পালন, বাস্তবায়ন ও মেনে নেওয়া ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারে না। হাদীছ শিক্ষা আল্লাহর সম্ভ্রষ্ট অর্জনের মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে, অতঃপর এ কথাকে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষা করেছে এবং যা শুনেছে হুবহু তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে। কারণ জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার কেউ এমন আছে যারা নিজেরা জ্ঞানী হলেও, নিজের তুলনায় বড় জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়' (তিরমিযী হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/২২৮)।

ছাহাবীগণ হাদীছ শিক্ষা করতেন দ্বীনের বিধান জানা ও মানার জন্য। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষেরা আপনার সব হাদীছ নিয়ে গেল। এক্ষণে আমাদেরকে আপনি নিজের থেকে একটা দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আমরা আপনার নিকট আসব এবং আপনি আমাদেরকে শিখাবেন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য একটা দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করে দেন ও তারা সেখানে আগমন করেন। অতঃপর তাদেরকে শিক্ষা দেন যা আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন' (বুখারী হা/৭৩১০; মিশকাত হা/১৭৫৩)।

হে সোনাগি! তুমি যদি দৈনিক একটি করে হাদীছ শিক্ষা কর তাহলে এক বছরে তোমার ৩৬৫টি হাদীছ জানা হবে। তাই দ্বীনের বিধান জানতে ও মানতে ছাহাবীগণের মত আগ্রহী হয়ে হাদীছ শিক্ষা কর। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

কুরআনের আলো

কল্যাণের পথে আহ্বান

১. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ-

১. 'তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে। যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান আনত, তাহলে সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কিছু লোক মুমিন ও অধিকাংশ ফাসেক-পাপাচারী' (আলে ইমরান ৩/১১০)।

২. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

২. 'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়ম করে ও যাকাত আদায় করে এবং

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' (তওবা ৯/৭১)।

৩. يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ
الصَّالِحِينَ-

৩. 'তারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও মন্দকাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর্ম সমূহের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। আর তারা হল সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত' (আলে ইমরান ৩/১১৪)।

৪. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ-

৪. 'হে বৎস! ছালাত কায়ম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এটি শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত'।

৫. يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنْذِرْ - وَرَبِّكَ
فَكَذَّبَر-

৫. 'হে চাদরাবৃত! উঠুন! ভয় প্রদর্শন করুন আপনার পালনকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন' (মুদাছছির ৭৪/১-৩)।

হাদীছের আলো

কল্যাণের পথে আস্থান

১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমার একটি কথাও জানা থাকলে অন্যের নিকট পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনীও প্রয়োজনে বর্ণনা কর, এতে দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়’ (বুখারী হা/৩৪৬১)।

২. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُبَدِّعُ فِي فَأَحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَذْلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

২. আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) বলেন, ‘একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আমার বাহনটি অকেজ হয়েছে। সুতরাং আমাকে একটি বাহন দিন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার কাছে দেওয়ার মত কোন বাহন নেই। অতঃপর একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমি বলতে পারি সে কোথায় গেলে বাহন পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

বললেন, ‘যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী পাবে, যে ঐ পথে চলাবে’ (মুসলিম হা/১৮৯৩)।

৩. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

৩. হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা রয়েছে! অবশ্যই তোমরা ভালকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজের নিষেধ করবে নইলে অচিরেই আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি প্রেরণ করবেন, তখন তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন না’ (তিরমিযী হা/২১৬৯)।

৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِبَيْدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ

৪. ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগে দাওয়াত দিবে সে মুমিন, যে মুখের মাধ্যমে দাওয়াত দিবে সে মুমিন, যে অন্তরের মাধ্যমে দাওয়াত দিবে সে মুমিন। যে এ তিনটি পদ্ধতির কোন একটি অবলম্বন করবে না তার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নেই’ (মুসলিম হা/৫০)।

প্রবন্ধ

রাগ মানব জীবনে সবচেয়ে বড় দুশমন

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

[২য় কিস্তি]

রাগ প্রশমনের বৈজ্ঞানিক কৌশল সমূহ : মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খারাপ হয় যেসব কারণে তার মধ্যে অন্যতম হল রাগ। রাগ মহূর্তের মধ্যে বাড়িয়ে দিতে পারে দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে দূরত্ব, হারিয়ে যেতে পারে কাছের ঘনিষ্ঠ মানুষগুলো, পরিবারে সৃষ্টি হতে পারে নানা বিশৃংখলা। কথায় আছে, 'রাগলেন তো হারলেন'। রাগের কারণে অনেকে হাসির পাত্র হয়ে যায়। তাকে পরিবার ও সমাজ ত্যাগ করে। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শতকরা ৯০ ভাগ নষ্ট হয় রাগের কারণে। অনেক দিনের জমাকৃত রাগ থেকে আত্মসী আচরণের বীজ রোপিত হলে তা বেশী ভয়ংকর হয়। মনোবিজ্ঞানীরা রাগকে অবদমিত না করে পোষ মানানোর চেষ্টা করছেন। এ গবেষণার বৈজ্ঞানিক কৌশল সমূহ বেশ কার্যকর। বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার অংশ হিসাবে ডিপ্রেসন (হতাশা) এ্যাংজাইটি (রাগ বা দুশ্চিন্তা) ইত্যাদি চিকিৎসায় সাফল্যের সঙ্গে কগনোটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি ব্যবহার করা হয়। তবে আমরা মুসলিম হিসাবে রাগ সম্পর্কে ইসলাম কি বলে এ অধ্যায়টি অনুসরণ করে অতি সহজেই সকল সমস্যার সমাধান করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

রাগ নিয়ন্ত্রণের কিছু কৌশল : নিম্নে রাগ নিয়ন্ত্রণের কিছু কৌশল উল্লেখ করা হল-

১. এক থেকে দশ পর্যন্ত গণনা করা : রাগ হলে মনকে শান্ত রেখে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণতে পারলে মস্তিষ্ক অন্যদিকে ব্যস্ত থাকবে। ফলে রাগ কমে যাবে।

২. বলার আগে ভাবা বা চিন্তা করা : রাগের মাথায় কোন কিছু বলে ফেলা খুবই সহজ। তারপর সে কথা নিয়ে অনুশোচনার শেষ থাকে না। কিছু বলার আগে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলা উচিত। চট করে রেগে যাওয়া ভয়ানক বিপদের লক্ষণ। চিন্তা করলে মনটা অন্যদিকে পরিবর্তন হয়ে শান্ত হয়ে যাবে।

৩. রাগের সময় স্থান ত্যাগ করা : রাগের সময় দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে পারা সবচেয়ে ভাল সমাধান। শরীর চর্চা করলে রাগ কমে যাবে।

৪. রাগের কারণগুলো নোট করা : যেসব ঘটনা ও কাজের কারণে অধৈর্য, বিরক্তি ও রাগ সৃষ্টি হয় সেগুলো নোট করা ও স্মরণে রাখা উচিত। শান্ত অবস্থায় দৃঢ়তার সাথে এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।

৫. রাগের সময় খারাপ ভাষা ব্যবহার না করা : নিজেকে নির্দোষ মনে করে অপরকে দোষারোপ করা, বিতর্কিত শব্দ ব্যবহার ও গালমন্দ করার কারণে দেহ ও মনে জোর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে জিহ্বাকে শাসন করতে হবে। তা নাহলে এ প্রতিক্রিয়া মানেই দেহের ক্ষতি, মনের

ক্ষতি, ব্রেইনের ক্ষতি ও হার্টের ক্ষতি অবধারিত।

৬. রাগের ঘটনাটিকে হালকা মনে করা : রাগের ঘটনাটিকে হালকা মনে করে গুরুত্ব কম দিয়ে মনকে শান্ত রাখা উচিত। ঘটনার ভিতরে দেখতে হবে হাসি-রহস্য ও কৌতুকের কিছু উপদান পাওয়া যায় কিনা। এ রসবোধের মাধ্যমে মনকে রাগ থেকে দূরে রাখা যায়। তবে অন্যকে যেন ব্যঙ্গ না করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৭. চিন্তার গণ্ডি বৃদ্ধি করা : কোন কোন চিন্তা মনের ক্ষেত্র বাড়তে পারে ও মনকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। এসব চিন্তাগুলোর জটিল গিঁট থেকে বিকল্প চিন্তার পথ বের করতে হবে। চিন্তার গণ্ডি বৃদ্ধি করতে পারলে ক্ষেত্র বা রাগ ধীরে ধীরে কমে আসবে।

৮. ক্রোধ নিবারক বই ও পত্রিকা পাঠ করা : রাগ নিয়ন্ত্রক বই-পত্রিকা সংগ্রহে রাখা এবং তা মাঝে মাঝে রপ্ত করা এবং নীতিমালাগুলো যথাসাধ্য অনুসরণের চেষ্টা করা। তাহলে দেখা যাবে রাগের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি ক্রমে খোলাসা হবে এবং নিজেকে সামাল দেওয়ার কৌশল ভিতর ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসবে।

৯. মাথা গরম অবস্থায় সাধ্যমত চুপ থাকা : রেগে থাকা অবস্থায় বিপক্ষের সাথে কথা না বলে চুপ থাকার চেষ্টা করা। কখনও যুদ্ধের মেঘাজে রাগ প্রকাশ করা যাবে না। কারণ ভয়ানক

গতির সময় আস্তে ব্রেক দিলে বিরক্তিকর অনেক কিছু থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। শক্ত অবস্থায় বিপক্ষের বন্ধুকে রাগের কথাগুলো বুঝিয়ে বলা উচিত।

১০. সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা : সমস্যা হলে তার সমাধান আছে। যখন চড়চড় করে বাড়ছে রাগের পারদ তখন কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে শান্ত হবার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১১. রাগকে পুষে রাখা যাবে না : মনের মধ্যে রাগকে পুষে রাখলে ক্ষতি। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সমস্যা স্বীকার করে মেনে নিলে মনটা হালকা হবে এবং জমে থাকা ক্ষেত্র ভুলে যাবে।

১২. নিজের অভ্যাস বদলে ফেলা : আমার রাগের কারণে সবাই আমাকে অপসন্দ করছে। আমাকে এড়িয়ে চলছে, আমাকে বামেলা মনে করছে। তাহলে বুঝতে হবে আমার ভুল হচ্ছে। তাহলে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোই সমাধান।

১৩. সকল প্রকার নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে বিরত থাকা : রাগের সময় কোন প্রকার নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করবে না। এটা রাগের মাত্রা বাড়িয়ে আরও উত্তেজিত করে। ফলে বিরাটাকারে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

১৪. রাগ বা ক্ষেত্র নিবারণের ব্যবস্থা করা : নিজের দুঃখ কষ্ট, হতাশা, সাংসারিক ও দাম্পত্য জীবনের জটিলতা ইত্যাদি বিষয়ে মনের অবস্থা বেশ খারাপ হলে নিরাপদ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শ ও

সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। রাগের মাথায় এককভাবে চটকরে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

অতিরিক্ত রাগের ক্ষতিকর দিক সমূহ :

১. রাগের সময় ধৈর্যশীল মানুষ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।
২. রাগে মানুষ অন্ধ ও উন্মাদ হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।
৩. রাগে মানুষ চিৎকার করে অন্যকে অভিশাপ ও গালি দেয়।
৪. অতিরিক্ত হাসি রাগের ভয়ংকর শত্রু। মৃদু হাসলে রাগ কমে।
৫. রাগের কারণে পাকস্থলীর কোষ উজ্জীবিত হয়ে অধিক হারে এ্যাসিড নির্গত হয়। ফলে আলসারের ঝুঁকি বাড়ে।
৬. বেড়ে যায় হৃদয় স্পন্দন ও রক্তচাপ। ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।
৭. রাগাশ্বিত ব্যক্তির শরীরে স্ট্রেস হরমোন অধিক হারে নিঃসরিত হয়।
৮. রক্তের সুগারের তারতম্যের ফলে রোগ প্রতিরোধে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
৯. রেগে গেলে জ্ঞান চর্চাহ্রাস পায়।
১০. ইবাদত, পড়াশুনা ও খাওয়া-দাওয়ার মারাত্মক ক্ষতি হয়।
১১. হাটবিট ও রক্তচাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে অস্বিজেনের অভাবে বুকে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়।

১২. রাগের মাত্রা বেশী হলে অন্যকে আঘাত এমনকি হত্যাও করতে পারে। যার পরিণাম আমাদের সবার জানা।

১৩. রাগী ছেলের কানে রাগ কমানোর জন্য সোনা বা রূপার দুল পরিয়ে দেওয়া হয়। এটা একটা কুসংস্কার। বিশেষ করে ছেলেরা সোনা পরলে পাপী হবে।

১৪. রাগের কারণে অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে থাকে।

১৫. অতিরিক্ত রাগের ফলে হঠাৎ করে মৃত্যুও ঘটে যেতে পারে। এর ফলে মৃত্যু ঝুঁকি ২০% বেড়ে যেতে পারে।

১৬. রাগের সময় সংঘটিত ঘটনার মামলায় নিজে, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন সবাই কঠিন বিপদে নিপতিত হয়।

১৭. রাগের সময় অনেকে হাতের কাছের জিনিস ছুড়ে ফেলে বা ভেঙ্গে ফেলে। ফলে আর্থিক বা পারিবারিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

১৮. রাগের কারণে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

১৯. সুন্দর একটা মুহূর্তকে কুৎসিত করে দেয়।

২০. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়।

২১. অনেকে রেগে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বাদ দিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

২২. অনেকে চুপিসারে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে।

২৩. অনেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি হারিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যায় বা লুকিয়ে থাকে।

২৪. জীবন চলার ক্ষেত্রে এধরনের পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিলে শরীর স্বাস্থ্য ও মন ভাল থাকবে।

২৫. রাগ ভবিষ্যতের খারাপ দিকটা সম্পর্কে ভাবতে ভুলিয়ে দেয়।

২৬. হৃদপিণ্ডের গতি ও রক্তচাপ বেড়ে যায়।

২৭. এড্রিনালিম ও নরএড্রিনালিম হরমোনের নিঃসরণ বেড়ে যায়।

২৮. রাগ ও ভয়ে শর্করার পরিমাণ কমে যায়।

২৯. রাগের ফলে অতিরিক্ত অক্সিজেন যোগান দেওয়ার জন্য হৃদপেশীর সংকোচন বেড়ে যায়।

৩০. রাগ সম্পর্কের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত সংকট সৃষ্টি করে।

৩১. মানুষের আবেগ অনুভূতির মাধ্যমে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হয় রাগ।

৩২. রাগের কারণে অন্যের চেয়ে নিজের ক্ষতির পরিমাণ বেশী।

৩৩. ভুল বুঝাবুঝি কারণে রাগের সৃষ্টি হয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদ, এমনকি বহুদিনের সম্পর্ক মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন হয়।

৩৪. বদরাগী লোককে কেউ দেখতে পারেনা।

৩৫. রাগ করে অন্যকে চড় মারা বা আঘাত করা সবচেয়ে বড় অন্যায়।

৩৬. রাগ করলে জিহ্বা সবার আগে ছোটে। বিবেক ফিরে আসলে নিজেরই কান্না আসে। মন বলে, হায় আমি কি করলাম!

৩৭. রাগ কোকিল কণ্ঠকে কাকের কণ্ঠে রূপান্তরিত করে।

৩৮. সবচেয়ে বিপজ্জনক হল, রাগকে পুষে রাখা এবং পরে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টায় নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

৩৯. মানুষকে চেনার সবচেয়ে ভাল উপায় হল, তাকে রাগিয়ে দেওয়া।

৪০. রাগ অন্যান্য প্রবৃত্তির মত মানুষের একটি দুর্বলতা।

৪১. রাগের সময় ভাল মানুষও মন্দ মানুষের মত আচরণ করে।

৪২. রাগের সময় শয়তান এসে কুমন্ত্রণা দিয়ে বোধ শক্তিকে লোপ করে দেয়। ভালটাকে খারাপ ভাবতে শেখায়। ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করতে ভুলিয়ে দেয় এবং পরিণতি ভাবতে বাধা প্রদান করে।

৪৩. চট করে রেগে যওয়া, লম্বা সময় রেগে থাকা, পারিবার ও সমাজের বড় রকমের ক্ষতি সাধন করে। স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক চিরতরে বিলীন করে দেয়। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা রিক্সাওয়ালাকে চড় মারে। শিক্ষক ছাত্রকে প্রহার করা শুরু করে। ছাত্ররাও শিক্ষকদের সাথে খারাপ আচরণ করে।

[চলবে]

পবিত্রতা অর্জনে : গোসল ও তায়াম্মুম

লিলবর আল-বারাদী
যশপুর, তানোর, রাজশাহী।

[শেষ কিস্তি]

২. গোসল : ‘গোসল’-এর শাব্দিক অর্থ ধৌত করা। পারিভাষিক অর্থে, পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে ওয়ূ করে সর্বাঙ্গ ধৌত করা। গোসল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, *وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا* ‘যদি তোমরা নাপাক হয়ে থাক, তবে গোসল কর’ (মায়েদাহ ৫/৬)।

পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন হলে গোসল করতে হবে। গোসলের নিয়তে পুকুরের পানিতে ডুব দিলে পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে। তবে সুন্নাতী নিয়ম হল, গোসলের পূর্বে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে ছালাতের ওয়ূর ন্যায় ওয়ূ করে, ফরয গোসলের নিয়ত করে মাথায় তিনবার পানি ঢালার পর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ধুয়ে গোসল করা (বুখারী হা/২৪৮; মিশকাত হা/৪৩৫, ৪৩৬)। বদ্ধ বড় পুকুরে ফরয গোসল করা জায়েয। একদা রাসূল (ছাঃ)-কে ‘বুয়া’আহ’ কূপের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, পানি পবিত্র, কোন বস্তুই তাকে অপবিত্র করতে পারে না। (আবুদাউদ হা/৬৬; নাসাঈ হা/৩২৬; মিশকাত হা/৪৭৮)।

ক. জুম’আর দিনের গোসল : ফরয গোসল ব্যতীত সকল গোসলই নফল। গুরুত্ব বিবেচনায় এসব গোসল কখনো মুবাহ, কখনো মুস্তাহাব, কখনো ওয়াজিব হিসাবে গণ্য হয়। যারা দৈনিক গোসল

করেন এবং যারা সপ্তাহে একদিন গোসল করেন, তারা সমান নন। জুম’আর দিনের বিবেচনায় এদিনের গোসলকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেউ মুস্তাহাব, কেউ সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ, কেউ ওয়াজিব বলেছেন। ইবনু দাক্কীকুল ঈদ বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান ‘মুস্তাহাব’ বলেছেন। সাইয়েদ সাবেকু একে মুস্তাহাব গোসল সমূহের মধ্যে শামিল করেছেন (ফিক্‌হুস সুন্নাহ ১/৫৩-৫৫)। ছাহেবে মির’আত একে ‘ওয়াজিব’ বলেছেন (মির’আত হা/৫৪০-এর ব্যাখ্যা)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জুম’আর দিনে প্রত্যেক সাবালকের জন্য গোসল করা ওয়াজিব’ (বুখারী হা/৮৭৯; মিশকাত হা/৫৩৮)। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি জুম’আয় যাবে সে যেন গোসল করে (বুখারী হা/৮৮২; মুসলিম হা/৮৪৫)। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি জুম’আর দিন শুধু ওয়ূ করল সেটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি গোসল করল, গোসল করাই উত্তম’ (তিরমিযী হা/৪৯৭; মিশকাত হা/৫৪০)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, জুম’আর দিন গোসল করা ওয়াজিব নয়; তবে উত্তম। তাতে গোসলকারীর অধিকতর পবিত্রতা অর্জিত হয়’ (আবুদাউদ হা/৩৫৩; মিশকাত হা/৫৪৪)। উপরোক্ত হাদীছগুলো থেকে বুঝা যায় যে, জুম’আর দিনে গোসল করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে সকল হাদীছে ওয়াজিব শব্দটি এসেছে তার অর্থ ফরয নয় বরং গুরুত্ব বুঝানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) এরূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন

(শায়খ বিন বায, মাজমু' ফাতাওয়া ১০/১৭১)। তবে কোন ব্যক্তি যদি ঘর্মান্ত হয় এবং শরীরের দুর্গন্ধ অন্য মুছল্লীদের জন্য কষ্টকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হবে (ইবনু তারমিয়াহ, ফাতাওয়া কুবরা ৫/৩০৭)।

খ. খোলাস্থানে নগ্নাবস্থায় গোসল করা নিষেধ : লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা-প্রশাখার একটি। 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না' (বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭১)। অন্তরালের মধ্যে গোসল সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبِرَّازِ فَصَعِدَ الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيٌّ سِتْرٌ يُجِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتِرْ

হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উনুজ্ঞ ময়দানে নগ্নাবস্থায় গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা শেষে বললেন, আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাশীল, অন্তরালকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও অন্তরাল করাকে ভালবাসেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন উনুজ্ঞ ময়দানে গোসল করবে তখন সে যেন নিজেকে অন্তরালে রাখে বা পর্দা করে (আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭৭)।

গ. গোসলের পূর্বে ওযু করা : গোসলের পূর্বে রাসূল (ছাঃ) ওযু করতেন মর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. 'আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোসল করার পর (পুনরায়) ওযু করতেন না (আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৪৫)। অন্যত্র বলেন, عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعُهُ فِي الْمَاءِ فَيَحْلُلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرْفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ 'আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ফরয গোসল করার মনস্থ করতেন তখন প্রথমে দুই হাত ধৌত করতেন, তারপর ছালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন, তারপর আঙ্গুল সমূহ পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তা দ্বারা চুলের গোড়ায় খিলাল করতেন ও উভয় হাতের তিন অঙ্গুলি পানি মাথায় দিতেন। তারপর সারা দেহে পানি ঢালতেন (ও গোসল সম্পন্ন করতেন) (বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৫)।

ঘ. গোসলের পদ্ধতি :

১. পর্দার মধ্যে গোসল করা (আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭৭)।
২. প্রথমে দু'হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করা ও নাপাকী সাফ করা (বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৫)।
৩. 'বিসমিল্লাহ' বলে ছালাতের ওয়ূর ন্যায় ওয়ূ করা (বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৫)।
৪. অতঃপর মাথায় তিনবার পানি ঢেলে চুলের গোড়ায় খিলাল করা ও ভালভাবে পানি পৌঁছানো (বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৫)।
৫. সবশেষে সারা দেহে পানি ঢেলে গোসল সম্পন্ন করা (বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৫)।

উল্লেখ্য যে, গোসলের সময় মেয়েদের মাথার খোপা খোলার প্রয়োজন নেই। কেবল চুলের গোড়ায় তিনবার তিন চুল্লু পানি পৌঁছাতে হবে। অতঃপর সারা দেহে পানি ঢালবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৮)।

৩. তায়াম্মুম : তায়াম্মুম-এর শাব্দিক অর্থ হল ইচ্ছা করা। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসাহ করার নাম তায়াম্মুম (ফিকহুল মুয়াসসার, পৃ. ৩২)।

ক. পবিত্রতা অর্জনে পানির বিকল্প মাটি : ওয়ূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে যে সকল কাজ করা যাবে, তায়াম্মুম করেও সে সকল কাজ করা যাবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' (নিসা

৪/৪৩)। অত্র আয়াতে আল্লাহ পানির বিকল্প হিসাবে পবিত্র মাটির কথা উল্লেখ করেছেন। পবিত্রতা অর্জনে পানির বিকল্প মাটি। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ ثُرْبُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সমগ্র মানব জাতির উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তিনটি বিষয়ে। আমাদের সারিকে করা হয়েছে ফেরেশতাদের সারির ন্যায়। সমস্ত ভূমণ্ডলকে আমাদের জন্য সিজদার স্থান করা হয়েছে এবং মাটিকে করা হয়েছে আমাদের জন্য পবিত্রকারী, যখন আমরা পানি না পাই' (মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯১)।

খ. তায়াম্মুম-এর হুকুম : ইসলামী শরী'আতে তায়াম্মুম জায়েয। যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য অন্যতম বিশেষ ছাড়। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

وَأَيُّدِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُظَهِّرَكُمْ وَلِيَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ 'আর যদি তোমরা অসুস্থ হও
কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের
কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা
তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর
অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি
দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের
মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর। আল্লাহ
তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি
করতে চান না, বরং তিনি চান
তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার
নে'মত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে,
যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর'
(মায়দাহ ৫/৬)। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)
এক ব্যক্তিকে লোকদের সঙ্গে ছালাত
আদায় না করে আলাদা থাকতে দেখে
বললেন, হে অমুক! লোকদের সঙ্গে
ছালাত আদায় করতে কিসে তোমায়
বাধা দিল? সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর
রাসূল! আমি অপবিত্র অবস্থায় আছি,
অথচ পানি পাইনি। তিনি বললেন, তুমি
মাটি ব্যবহার কর, তাই তোমার জন্য
যথেষ্ট (বুখারী হা/৩৪৮; মিশকাত হা/৫২৭;
ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৬৭)।

মাটি ওয়ূর মাধ্যম স্বরূপ সম্পর্কে
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই পবিত্র
মাটি মুসলমানদের জন্য ওয়ূর মাধ্যম
স্বরূপ। যদিও সে ১০ বছর পর্যন্ত পানি না
পায়' (আবুদাউদ হা/৩৩২; মিশকাত হা/৫৩০)।

গ. তায়াম্মুমের পদ্ধতি :

১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে 'বিসমিল্লাহ'
বলা (বুখারী, মিশকাত হা/১)।
২. মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর উপর
দু'হাত মেরে তাতে ফুক দেয়া ও
মুখমণ্ডল একবার মাসাহ করা (বুখারী ও
মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮)।
৩. দু'হাতের কজি পর্যন্ত একবার করে
বুলানো (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত
হা/৫২৮)।

উল্লেখ্য যে, মাটিতে দুইবার হাত মারা ও
কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীছ যঈফ
(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৬৬)।

উপসংহার : পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব
অপরিসীম। এটা প্রত্যেক মুসলমানের
জীবনে এক অপরিহার্য বিষয়। দ্বীন
ইসলামের সবচেয়ে বড় ইবাদাত হল
ছালাত। আর এই ছালাতের বিশুদ্ধতা
নির্ভর করে পবিত্রতা অর্জনের ওপর।
অবশ্যই মহান আল্লাহ পবিত্রতা
অর্জনকারীকে ভালবাসেন। তিনি ইরশাদ
করেন, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا
'তাতে এমন
কতক লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে
পবিত্র হতে পসন্দ করে। আর আল্লাহ
উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদের
ভালবাসেন' (তাওবাহ ৯/১০৮)। সুতরাং
ত্বাহারাত বা পবিত্রতা বিষয়ে সঠিক জ্ঞান
অর্জন করা এবং পবিত্রতা অর্জনের
ক্ষেত্রে খুবই যত্নবান হওয়া প্রত্যেক
মুসলমানের উপর ওয়াজিব। মহান
আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা পবিত্র থাকার
তাওফীক দান করুন- আমীন!

সোনামণি সংলাপ

ভেজাল

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

চরিত্র বিশ্লেষণ : ১. মুদি দোকানদার ২. ঔষধ ব্যবসায়ী ৩. সোনামণি-১ ছাদিক ৪. সোনামণি-২ মাহমুদ ৫. সোনামণি-৩ আব্দুল্লাহ ৬. ডাক্তার ৭. সোনামণি-৪ শাহীন ৮. সোনামণি-৫ আরীফ ৯. সোনামণি পরিচালক

১ম দৃশ্য

১. মুদি দোকানদার : আজ প্রায় ১০ বছর যাবৎ ব্যবসা করছি। কিন্তু তেমন খুব একটা লাভবান হতে পারিনি। আমার পরে অনেকেই ব্যবসা শুরু করে তারা আজ কোটিপতি। কেউ কেউ পাঁচ তলা বিল্ডিং বানিয়েছে। তাই এভাবে থাকলে আর চলবে না। আমার ব্যবসায়িক পণ্যে কিছু আধুনিক কেমিক্যাল মেশাতে হবে। আপেল ও আঙ্গুর তরল পদার্থে চূবালে অল্প পুঁজিতে বেশী লাভ করতে পারব। আমে ঔষধ মেশালে সহজে পচবে না বা পেকে নষ্ট হবে না।

(অতঃপর সে কেমিক্যাল মিশ্রিত পানিতে আপেল ও আঙ্গুর চুবিয়ে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে থাকবে)

২. ঔষধ ব্যবসায়ী :

আমি ১২ বছর ধরে ঔষধ তৈরি করে বাজারে সাপ্লাই দিচ্ছি। এতদিন ব্যবসা করে তো শহরে জমি কিনে ১০ তলা বিল্ডিং বানানো দরকার ছিল। কিন্তু এখনো তা সম্ভব হয়নি। খাঁটি ব্যবসা করে লাভবান হতে দেরী হচ্ছে। আমার

পরে অনেকে ব্যবসা শুরু করে বাড়ী-গাড়ী সবই করেছে। তাই ব্যবসায়ের নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ভেজাল ঔষধ তৈরী করে বাজারে ছাড়লে অল্পদিনে অধিক লাভবান হতে পারব। (অতঃপর সে ভেজাল ঔষধ তৈরির ব্যবস্থা করবে)

২য় দৃশ্য

সোনামণি-১ ছাদিক : আজ আমার আপেল খেতে খুব ইচ্ছে করছে। বেশ কিছু দিন থেকে আপেল খাইনি। তাই আজ আপেল কিনে মজা করে খাব। এই যে সামনে দোকানদার...) আসসালা-মু আলায়কুম। ভাইয়া আমাকে দু'টি আপেল দিন, দাম কত?

দোকানদার : ওয়া আলায়কুমুস সালা-ম। এসো সোনামণি! আমার আপেল খুব ভাল। সহজে পচে না। স্বাদেও চমৎকার। ২টির দাম মাত্র ৬০ টাকা।

(সোনামণি এবার টাকা দিয়ে আপেল কিনে খেতে খেতে চলে যাবে)

সোনামণি-২ মাহমুদ : আমার অনেক দিন যাবৎ আঙ্গুর খাওয়া হয়নি। এই যে দোকান দেখছি; তরতাজা আঙ্গুর। আসসালা-মু আলায়কুম। ভাইয়া আমাকে ১০০ গ্রাম আঙ্গুর দিন।

দোকানদার : এসো সোনামণি! ১০০ গ্রাম আঙ্গুরের দাম মাত্র ৫০ টাকা।

(সোনামণি এবার টাকা দিয়ে আঙ্গুর কিনে খেতে খেতে চলে যাবে)

সোনামণি-৩ আব্দুল্লাহ : কোঁটার গুঁড়ো দুধ আমার খুব ভাল লাগে। তাই আমি আজ গুঁড়ো দুধ কিনে খাব। আসসালা-মু

আলায়কুম। এই গুঁড়ো দুধের প্যাকেটের দাম কত?

দোকানদার : ১টি প্যাকেট মাত্র ২০০ টাকা।

(সে টাকা দিয়ে প্যাকেট কিনে নিয়ে চলে যাবে)।

দোকানদার : হা..হা..(হাসতে হাসতে...) এবার খুব লাভ হয়েছে।

কারণ আপেল ও আঙ্গুরে ফরমালিন দিয়ে এভাবে রাখলে দীর্ঘদিন থাকবে এবং বেশী দামে বিক্রি করা যাবে। আর গুঁড়ো দুধ তো আসল নয়। তাই ৫০ টাকা দিয়ে কিনে ২০০ টাকায় বিক্রি! এভাবে ব্যবসা হলে অল্প দিনেই তো কোটিপতি হয়ে যাব।

৩য় দৃশ্য

ঔষধ ব্যবসায়ী : (ভেজাল ঔষধ সাজিয়ে নিয়ে দোকানে বসে থাকবে)।

সোনামণি-১ ছাদিক : উহ! আমার খুব পেটব্যথা। পেটের মধ্যে জ্বালা করছে। উহ! আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন। আসসালা-মু আলায়কুম। দোকানদার ভাই, আমাকে একটু ঔষধ দিন। গতকাল আপেল খাওয়ার পর থেকে আমার পেট ব্যথা শুরু হয়েছে।

দোকানদার : কি হয়েছে সোনামণি? পেট ব্যথা!

এই নাও ট্যাবলেট...

(এবার সোনামণি ট্যাবলেট খেয়ে চলে যাবে)

সোনামণি-২ মাহমুদ : উহ! আমার খুব জ্বর। শরীর কাঁপছে। গতকাল আঙ্গুর খাওয়ার পর থেকে আমার কয়েকবার

বমি হয়েছে। উহ! আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন। আসসালা-মু আলায়কুম। দোকানদার ভাই, আমাকে একটু ঔষধ দিন।

দোকানদার : কি হয়েছে সোনামণি? জ্বর আর বমি!

এই নাও প্যারাসিটামল সিরাপ।

(এবার সোনামণি সিরাপ নিয়ে চলে যাবে)

সোনামণি-৩ আব্দুল্লাহ : উহ! আমার ঘন ঘন পাতলা পায়খানা। নড়াচড়া করতে পারছি না। গতকাল গুঁড়ো দুধ খাওয়ার পর থেকে আমার পাতলা পায়খানা শুরু হয়েছে। উহ! আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন। আসসালা-মু আলায়কুম। দোকানদার ভাই, আমাকে একটু ঔষধ দিন।

দোকানদার : কি হয়েছে সোনামণি? পাতলা পায়খানা!

এই নাও স্যালাইন আর ঔষধ।

(এবার সোনামণি স্যালাইন আর ঔষধ নিয়ে চলে যাবে)

৪র্থ দৃশ্য

(প্রকৃত ডাক্তার তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে থাকবেন)।

(সোনামণি-১-ছাদিককে একজন ধরে নিয়ে আসবে)

সোনামণি-১ ছাদিক : উহ! আমার অসহ্য পেট ব্যথা। আর সহ্য করতে পারছি না। মনে হচ্ছে জীবন চলে যাবে।...

ডাক্তার : কী হয়েছে তোমার সোনামণি?

সোনামণি-১ ছাদিক : গত পরশু আপেল খেয়েছিলাম। তারপর থেকে পেট ব্যথা। গতকাল নিজে নিজে দোকান থেকে

ঔষধ কিনে খেয়েছি। তারপর থেকে ব্যথা আরো বেশী হয়েছে। উহ...

(এবার সোনামণি-২-মাহমূদকে আরেকজন ধরে নিয়ে আসবে)

সোনামণি-২-মাহমূদ : উহ! আমার বুক-পেট জ্বলে যাচ্ছে। খুব জ্বর। বমি থামছে না। আর সহ্য করতে পারছি না।

ডাক্তার : কী হয়েছে তোমার সোনামণি?

সোনামণি-২-মাহমূদ : গত পরশু আঙ্গুর খেয়েছিলাম। তারপর থেকে বমি আর জ্বর শুরু হয়েছে। গতকাল নিজে নিজে দোকান থেকে প্যারাসিটামল সিরাপ কিনে খেয়েছি। তারপর থেকে জ্বর ও বমি আরো বেশী হয়েছে। উহ...

(এবার সোনামণি-৩-আব্দুল্লাহকে আরেকজন ধরে নিয়ে আসবে)

সোনামণি-৩-আব্দুল্লাহ : উহ! আমি আর উঠতে পারছি না। শরীর ঝিমিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে...।

ডাক্তার : কী হয়েছে তোমার সোনামণি?

সোনামণি-৩-আব্দুল্লাহ : গত পরশু গুঁড়ো দুধ খেয়েছিলাম। তারপর থেকে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা শুরু হয়েছে। আর উঠতে পারছি না।

ডাক্তার : (সবাইকে উদ্দেশ্যকে করে) তোমরা দোকান থেকে যে আপেল, আঙ্গুর ও গুঁড়ো দুধ কিনে খেয়েছিলে, তা ছিল ভেজাল ও কেমিক্যাল মিশ্রিত। এছাড়াও নিজে নিজে যে ঔষধ কিনে খেয়েছিলে সেটাও ভেজাল ঔষধ।

(অতঃপর ডাক্তার তাদেরকে সঠিকভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন করে দিবেন)

৫ম দৃশ্য

(সোনামণি বৈঠক)

সোনামণি-৪ শাহীন ও সোনামণি-৫ আরীফ : (সোনামণি জ্ঞানকোষ ১৩ ২ সাথে নিয়ে প্রবেশ করবে) জ্ঞানকোষ-২ এর সংগঠন বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

সোনামণি কি? চ. সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য কী?

৯. সোনামণি সংগঠনের উদ্দেশ্য কী?

জ্ঞানকোষ-১ এর ৭৪ নং প্রশ্ন : আমাদের রাসূলের নাম কী? তিনি কিসের তৈরী? ৩৯ নং প্রশ্ন মুনাফিকের আলামত কয়টি? ৭১ নং প্রশ্ন : আল্লাহ কোথায় সমুন্নীত আছেন? **জ্ঞানকোষ-২ এর ২নং প্রশ্ন আল্লাহ কী নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান? (পড়বে ও উত্তর বলবে)**

পরিচালকের আগমন : আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ। তোমাদের সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের পড়াগুলো হয়েছে কী?

শাহীন ও আরীফ : জী ভাইয়া হয়েছে!

পরিচালক : তোমাদের আরো সোনামণি কোথায়?

শাহীন : ভাইয়া আজকে একটি দুঃখজনক সংবাদ রয়েছে। সেকারণে তারা আসতে পারেনি?

পরিচালক : তা কী?

শাহীন : গত তিনদিন আগে ভেজাল আপেল, আঙ্গুর, গুঁড়ো দুধ ও ঔষধ খেয়ে ছাদিক, মাহমূদ ও আব্দুল্লাহ খুবই অসুস্থ হয়েছে।

পরিচালক : **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** 'ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন'

আহ! খুবই দুঃখজনক ঘটনা। তাহলেতো এ ব্যাপারে সোনামণি, অভিভাবক ও ব্যবসায়ীদেরকে সচেতন করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আমাদের আগামী সপ্তাহের বৈঠক হবে খাদ্য ও ঔষধে ভোজাল সম্পর্কে। এখন চল আমরা তাদেরকে দেখতে যাই।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(সোনামণি কর্তৃক আয়োজিত বৈঠক)

আরিফ : কুরআন তেলাওয়াত;
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রুখী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' (বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)।

পরিচালক : আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ। সম্মানিত অভিভাবক, ব্যবসায়ী, সুধীমণ্ডলী ও স্নেহের সোনামণিরা! আজকে আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে আলোচনার বিষয় ভেজাল।

যারা খাদ্য, ঔষধ ও বিভিন্ন দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করে তারা হারাম উপার্জন করে খায়। তাদের দো'আ কখনো কবুল হয় না। তারা জাহান্নামী।

আল্লাহ বলেন, (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও

পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (বাক্বারাহ ১৬৮ আয়াত)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ عُذِّي بِالْحَرَامِ
'ঐ দেহ জান্নাতে যাবে না, যা হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে' (বায়হাক্বী-৩/আব, মিশকাত হা/২৭৮৭)।

খাদ্য গ্রহণের জন্য কুরআনে দু'টি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে-হালাল ও পবিত্র। নিজের জমির কলা হালাল। কিন্তু তা পচে গেলে হারাম। তাছাড়া প্রতিবেশীর জমির চুরি করা কলা পবিত্র হলেও চুরির কারণে তা হারাম।

ভোরের কাগজ ১০শে জুন ২০১৮ পত্রিকার রিপোর্ট মতে, মহাখালী পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট-এর তথ্যানুযায়ী দেশের ৫৪ ভাগ খাদ্যপণ্যে ভেজাল রয়েছে। ডিডিসি-এর পরিসংখ্যান মতে এর হার ৭৯ শতাংশ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
'ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা এবং কার ক্ষতি করো না' (ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০)। যারা এভাবে জেনে-শুনে মানুষের ক্ষতি করে, তারা সাময়িক লাভবান হলেও তারা নীরব গণ হত্যার দায়ে দায়ী।

এবার সোনামণি তোমরা কি কেউ ভেজাল চেনার উপায় বলতে পার?

ছাদিক : জী পারব। যেহেতু আমি ভেজালের জালে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। তাহলে শুনুন!

১. আম যখন হলুদ হবে ২. লিচু যখন তার স্বাভাবিক রং হারিয়ে ফ্যাকাশে অথবা অধিক হলুদ হবে ৩. পাকা কলা যখন অস্বাভাবিক রং হবে ও অধিক মোটা হবে। খোসা পাকবে ও পচবে। কিন্তু ভিতর শক্ত থাকবে ও স্বাদ নষ্ট হবে ৪. আপেল, কমলা, আপুর যখন বেশী চকচক করবে। আপেলের ভিতরটা পচা, উপরের অংশ ভাল। বুঝতে হবে বিষযুক্ত।

৫. দুধ গুঁকলে যদি সাবানের ফেনার গন্ধ বের হয়, আধা কাপ দুধে ২ চামচ লবণ দিলে দুধের রং যদি নীল হয় এবং ফুটালে যদি রং হালকা হলুদ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে তা ভেজাল।

পরিচালক : যারা ভেজাল মেশায় তাদের পরকালীন শাস্তি কি হতে পারে তোমরা কি জানি?

মাহমুদ : জী জানি।

ভেজাল যারা মিশায়, যারা সহযোগিতা করে এবং যেসব সরকারী কর্মকর্তা এসব দেখেও না দেখার ভান করে, তারা প্রত্যেকে দায়ী হবে। যারা এইসব ভেজাল খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের সকলের ক্ষতির দায়ভার কিয়ামতের দিন ঐসব লোকদের উপর বর্তাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَشَّنَا مِنْ غَشَّنَا، 'যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোঁকাবাজ ও প্রতারক জাহান্নামী' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০)। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের

দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভে ব্যর্থ হবে। ফলে সে জাহান্নামী হবে।

পরিচালক : সোনাগি! তোমরা যাবতীয় ভেজাল থেকে দূরে থাকবে; বিশেষ করে ফরমালিন মেশানো দুধ, মিষ্টি, আইসক্রিম এবং কাপড়ের রং মেশানো চকোলেট, কেক, চানাচুর ইত্যাদি খাবে না।

সম্মানিত সুধী! এক্ষেত্রে সরকারের প্রতি আমাদের পরামর্শ হবে-

১. ফরমালিন ও বিষাক্ত কেমিক্যাল তৈরীর কারখানাগুলোর বিপণন কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে। সাথে সাথে যাতে এগুলো বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশ করতে না পারে, তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের এমন কিছু আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যা বিষমুক্ত ভাবে শস্য ও ফল-মূল সংরক্ষণে সহায়ক হয়। সাথে সাথে ভেজাল শনাক্ত করণ মেশিন ও যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করতে হবে এবং এর উপরে ছাত্র ও যুবকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩. চাষী ও ব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহর উপরে ঈমান বৃদ্ধি ও তাক্বদীরে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে হালাল রুখী গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

মুদি দোকানদার : (চিৎকার করে কেঁদে উঠে) আমি মুদি দোকানদার। দুনিয়ার লোভে অনেক খাদ্যে ভেজাল দিয়ে বড়

হাদীছের গল্প

ইলম অর্জনের ফযীলত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

পাপ করেছি। এখন থেকে আর কখনো খাদ্যে ভেজাল দিব না। হে জনগণ! আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন!

ঔষধ ব্যবসায়ী : (হাউমাউ করে কেঁদে উঠে) আমরা ঔষধে ভেজাল দিয়ে ও তা সরবরাহ করে জীবনে অনেক অন্যায়ে করেছি। আজ থেকে তওবা করছি। আর এগুলো কখনোই করব না।

সোনামণি সংগঠনের বৈঠকে বসে আমরা ভুলগুলো বুঝতে পারলাম। এজন্য আমরা সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, সকল দায়িত্বশীল ও সোনামণিদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সকলের উদ্দেশ্যে বলছি, আসুন! আমরা জামা'আতী যিন্দেগীর মাধ্যমে সার্বিক জীবনের সংস্কার সাধন করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

পরিচালক : সঠিক বিষয় বুঝতে পারায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ। সোনামণি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন সোনামণি পরিচিতি, গঠনতন্ত্র, জ্ঞানকোষ-১ ও ২ এবং সোনামণি প্রতিভা।

আমাদের শ্লোগান :

১. যাবতীয় ভেজাল নিপাত যাক, জনগণ মুক্তি পাক।
২. ভেজালমুক্ত খাদ্য খাব, রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ব।
৩. ভেজাল ঔষধ বানায় যারা, জাতির শত্রু হয় তারা।

কাছীর বিন ক্বায়স (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি দামেস্কের মসজিদে আবুদদারদা (রাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তার নিকট একজন লোক এসে বললো, হে আবুদদারদা! আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শহর মদীনা থেকে শুধু একটি হাদীছ জানার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমি শুনেছি আপনি নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে আমি আপনার কাছে আসিনি। তার এ কথা শুনে আবুদদারদা (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি (কুরআন ও হাদীছের) 'ইলম সন্ধানের উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছে দিবেন এবং ফেরেশতাগণ 'ইলম অনুসন্ধানকারীর সম্ভষ্টির জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। অতঃপর 'আলেমদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করে থাকেন, এমনকি পানির মাছ সমূহও (ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে)। 'আলেমদের মর্যাদা সাধারণ 'ইবাদাতকারীর উপর তেমন যেমন পূর্ণিমা চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির উপর

এবং 'আলেমগণ নাবীদের ওয়ারিছ। নাবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (ধন-সম্পদ) মীরাছ (উত্তরাধিকারী) হিসাবে রেখে যান না। তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে যান শুধু 'ইলম'। তাই যে ব্যক্তি 'ইলম' অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে (আবুদাউদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২)।

শিক্ষা :

১. কোন ব্যক্তি যদি দ্বীনী বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন রাস্তা অতিক্রম করে তাহলে ফেরেশতাগণ তাদের সহযোগিতায় এবং সম্মানার্থে সদা প্রস্তুত থাকেন।
২. নফল 'ইবাদাতের চেয়ে দ্বীনী ইলম অর্জন ও বিতরণে ব্যস্ত থাকা উত্তম।

কতিপয় উপদেশ

নাজমুদ্দাহার

রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

আবু জুরাই জাবির ইবনু সূলায়ম (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি একবার মদীনায় এলাম, দেখলাম লোকেরা এক ব্যক্তির মতামত ও জ্ঞানবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। সে ব্যক্তি যা বলছে মানুষ সে অনুযায়ী কাজ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি আল্লাহর রাসূল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি (তাঁর খিতমতে হাযির হয়ে) দু'বার বললাম, 'আলায়কাস সালা-ম'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আলায়কাস সালা-ম' বল না। কারণ 'আলায়কাস সালা-ম' হল মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ। বরং বল, 'আসসালা-মু আলায়কা'। এরপর আমি বললাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি ঐ আল্লাহর রাসূল যে

আল্লাহকে তুমি কোন বিপদে-আপদে ডাকলে তিনি তা দূর করে দেন। তুমি যদি দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে তাঁকে ডাকো, তাহলে তিনি যমীনে তোমার জন্য সবুজ ফসল ফলিয়ে দিবেন। তৃণ ও প্রাণহীন কোন মরুপ্রান্তর অথবা ময়দানে যখন থাকো এবং সেখানে তোমার বাহন হারিয়ে গেলে তুমি তাঁকে ডাকো, তিনি তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আমাকে কিছু নছীহত করুন। তিনি বললেন, কাউকে গালমন্দ করো না। আবু জুরাই বলেন, এরপর আমি আর কাউকে গালমন্দ করিনি। মুক্ত ব্যক্তিকে, গোলামকে, উট এবং বকরী কাউকেই নয়। (এরপর) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কোন নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যখন তোমার ভইয়ের সাথে কথাবার্তা বলবে তখন হাসিমুখে বলবে, এটাও নেক কাজের অংশ। তুমি তোমার পাজামা-লুঙ্গী হাঁটুর নীচ পর্যন্ত উঠিয়ে পরবে। একটু উঁচুতে উঠাতে না চাইলে টাখনুদ্বয়ের উপর রেখে পরবে। কাপড় টাখনুর নীচে ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে সবধান! কারণ টাখনুর নীচে কাপড় পরা অহংকারের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা অহংকার পসন্দ করেন না। কেউ তোমাকে গালি দিলে এবং তোমার এমন কোন দোষের জন্য লজ্জা দিলে যা তোমার মধ্যে আছে বলে সে জানে, তাহলে তুমি (প্রতিশোধ নিতে) তার কোন দোষের জন্য লজ্জা দেবে না, যা তুমি জানো। কারণ তার গুনাহের ভাগী সে হবে' (আবুদাউদ হা/৪০৮৪; মিশকাত হা/১৯১৮)।

শিক্ষা :

কোন সৎ কাজকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার জন্য দো'আ :

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ- رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ
فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ-
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ
آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَكْفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ-

উচ্চারণ : রাব্বানা মা খালাক্বতা হা-যা বা-ত্বিলান, সুবহা-নাকা ফাক্বিনা 'আযা-বান্না-র। রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন্না-রা ফাক্বাদ্ আখবাহাইতাহু, ওয়া মা- লিয়্যা-লিম্বানা মিন্ আনছা-র। রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনা-দিআই ইউনা-দী লিল ঈমা-নি আন আ-মিনূ বিরাক্বিকুম ফা আ-মান্না, রাব্বানা ফাগ্ফিরলানা যুনূবানা ওয়া কাহ্ফির 'আন্না-সাইয়েআ-তিনা ওয়া তাওয়াফ্বানা মা'আল আবরা-র।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। পবিত্রতা তোমারই জন্য। আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। হে প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর তাকে অপমানিত কর। আর যালিমদের জন্য কোন

সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনার জন্য একজন আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনে ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের সকল গোনাহ মাফ করে দাও। আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও। আর নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও' (আলে ইমরান ১৯১-৯৩)।

উৎস : আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্টি জগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ইবাদত। এতে গভীর মনোনিবেশ করে শিক্ষা গ্রহণ না করা চরম নিৰ্বুদ্ধিতা। এসব সৃষ্টির পিছনে হাযারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করে বেপরোয়া হয়ে যেন জাহান্নামে যেতে না হয়, তার জন্য প্রার্থনা করা ঈমানদারগণের কর্তব্য। ঈমানদারগণ যাতে আল্লাহ্র সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পায়, হাশরের ময়দানে লাঞ্চিত না হয় এবং ঈমানদারদের সাথে মৃত্যু হয় তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনার জন্য আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন।

আমল : তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য রাত্রে উঠে উক্ত আয়াতগুলো সহ সূরা আলে ইমরানের শেষ পর্যন্ত পড়া সূন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবেই পড়তেন (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১১৯৫)।

আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করার পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দো'আ :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

উচ্চারণ : রাব্বানা য়ালামনা আনফুসানা
ওয়া ইল্লাম তাগ্ফিরলানা ওয়া তারহামনা
লানা কুনান্না মিনাল খা-সিরীন্ ।

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা
নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি
আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং
আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে
আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত
হয়ে যাব' (আ'রাফ ২৩) ।

উৎস : আদম ও হাওয়া (আঃ) যখন
শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল
আস্বাদন করলেন, তখন আল্লাহ পাক
অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে জান্নাত থেকে
বের করে দিলেন। ফলে তাঁরা উভয়ই
উক্ত প্রার্থনা করে ক্ষমা চাইলেন। সুতরাং
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমরা দুনিয়ার
লোভে নানা ভুল করে আল্লাহর হুকুম
অমান্য করছি। তাই সদা-সর্বদা
আমাদের উক্ত দো'আ পাঠ করা উচিত।

**অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা ও যালিমদের
অন্তর্ভুক্ত যাতে না হয় তার জন্য প্রার্থনা :**

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الظَّالِمِينَ-

উচ্চারণ : রাব্বানা লা তাজ'আলনা
মা'আল ক্বাওমিয্ যা-লিমীন ।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে
যালিমদের সাথী করো না' (আ'রাফ ৪৭) ।

(কিস্তারিত দৃষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত
'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ১৭-১৯) ।

গল্পে জাগে প্রতিভা

জ্ঞানের আলো

নাঈমুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক এলাকায় আলেম ও জ্ঞানী-গুণী
মানুষ না থাকায় সেখানে ধনী লোকেরা
গরীবদের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও
নির্যাতন করত। তারা লোকদের ধোঁকা
দিত, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ
ছিনিয়ে নিত এবং ইয়াতীমদের সম্পদ
ভক্ষণ করত। অত্যাচারীদের মধ্যে এক
অত্যাচারী পথের শিশু ও ইয়াতীমদের
দ্বারা ভিক্ষা করিয়ে নিত। বিনিময়ে
তাদের সকাল-সন্ধ্যা খাবার দিত। কোন
দিন টাকা পয়সা কম আনলে প্রহার
করত। এতে তারা খুব কষ্ট পেত। এ
এলাকারই একজন ছেলে রিফাত। সে
এক মাদরাসায় পড়ত। ছুটিতে বাড়ীতে
এসেছে। এলাকার বাজারে সে একদিন
বাজার করতে গেল। সেখানে সে এক
শিশুকে ভিক্ষা করতে দেখল। তার কাছে
গিয়ে বলল, তুমি কে ভাই; তুমি ভিক্ষা
করছ কেন? তোমার কি কেউ নেই?
তখন শিশুটি কেঁদে ফেলল; আর বলল,
তার প্রতি হওয়া অত্যাচারের কথাগুলো।
যা ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

সব শুনে রিফাত বলল, তোমরা তার
কাছে থেকে চলে যাবে। শিশুটি বলল,
কোথায় যাব, আর কে আমাদের আশ্রয়

দিবে? সে বলল, তুমি মাদরাসায় ভর্তি হতে পার। এভাবে তারা কথা বলার মধ্যে অত্যাচারী লোকটি এসে পড়ল। সে শিশুটিকে বলল, ভিক্ষা করা ছেড়ে তুই গল্প করছিস। এই বলে তাকে একটি চড় মারল।

এরপর রিফাত লোকটিকে বলল, আপনি কি জানেন না যে, ইয়াতীমের প্রতি যুলুমকারীকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। লোকটি বলল, তুমি কি জানো আমি তাদের খাবার দেই। রিফাত বলল, আপনি তো তাদের থেকে ভিক্ষা করিয়ে নেন। আবার মারধোরও করেন। আপনি তাদের সম্পদও ভক্ষণ করেন। আপনি কি কখনো শুনেনি আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে কি বলেছেন, 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটে কেবল আগুনই ভর্তি করে। সত্বর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (নিসা ৪/১০)। এভাবে অনেক বুঝানোর পর লোকটি তার ভুল বুঝতে পারল। সে রিফাতকে বলল, বাবা আমি এতদিন অনেক অন্যায় করেছি। ইয়াতীমদের প্রতি যুলুম নির্যাতন করেছি। এখন নিজেকে বড় পাপী মনে হচ্ছে। এ পাপ থেকে বাঁচার উপায় কি? রিফাত বলল, আপনার তো অনেক টাকা আছে তা দিয়ে ইয়াতীম ও গরীব শিশুদের মাদরাসায় ভর্তি করান। লোকটি বলল, ঠিক আছে। এ বলে তাদেরকে একটি মাদরাসায় ভর্তি করে দিলেন। তাদের দেখা শুনার জন্য নিয়মিত

প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করতে লাগলেন। ফলে তারও দ্বীনী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা তৈরী হতে শুরু করল। পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগল তার সার্বিক জীবনে। মুখে রাসূল (ছঃ)-এর সুনাতী দাড়ি রাখলেন। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে লাগলেন। এভাবেই পথ শিশু ও ইয়াতীমদের শত্রু বন্ধুতে রূপান্তরিত হল।

শিক্ষা :

১. অত্যাচারের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।
২. অত্যাচারীর সামনে নশ্র ভাষায় দ্বীনের দাওয়াত তুলে ধরতে হবে এবং তার হিদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করতে হবে।
৩. হিদায়াতের মালিক আল্লাহ। তিনি যে কোন সময় বন্দাকে হিদায়াত দিতে পারেন।



ভ্রমণ স্মৃতি

রাজধানী সফরের টুকরো স্মৃতি

আবু হানীফ

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনাগণি।

আল্লাহ বলেন, ‘বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন’ (আনকাবূত ২৯/২০)। উক্ত আয়তকে সামনে রেখে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী রোজ মঙ্গলবার ‘সোনাগণি’ (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)-এর কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছিল জাতীয় চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, নভোথিয়েটার ও বায়তুল মুকাররম মসজিদ, ঢাকা। আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও এ সফরে অংশগ্রহণ করি।

যারা এ সফরে অংশগ্রহণ করেছিলেন : দায়িত্বশীলদের মধ্য হতে, ‘সোনাগণি’র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মা’রুফ ও মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্য হতে যোগদান করেন, আল-‘আওন-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, ঢাকা সাংগঠনিক যেলা ‘আন্দোলন’-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারুণুর রশীদ, ও রাজশাহী সদর যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল হক। দায়িত্বশীল ছাড়াও এ শিক্ষা সফরে

যোগদান করেন মারকাযের হিফয ও মক্তব বিভাগ সহ প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ। দায়িত্বশীল ও ছাত্রসহ আমরা মোট ৭০ জন গিয়েছিলাম।

সফরের বিবরণ :

কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে ১৮ই ফেব্রুয়ারী এশার ছালাত আদায়ের পর ‘সোনাগণি’র পৃষ্ঠপোষক ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ভাই সফরকারীদের উদ্দেশ্যে নছীহত মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। ডা. সিরাজুল হক ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দেন। অতঃপর রাত ১১-টা ২৫ মিনিটে ‘তিশা স্পেশাল’ বাস যোগে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমাদের সফরের আমীর ছিলেন ‘সোনাগণি’র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

আমরা ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভোর ৬-টা ১৫ মিনিটে ঢাকা চিড়িয়াখানায় পৌঁছায়। অতঃপর ব্যাগপত্র বাসে রেখে ফজরের ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ‘কেন্দ্রীয় মুরগীর খামার’ সংলগ্ন মসজিদে উপস্থিত হই। ছালাত শেষে ‘সোনাগণি’র পরিচালক সকলের উদ্দেশ্যে কিছু সময় নছীহত প্রদান করেন। এরপর আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে গাড়িতে সকালের নাশতা গ্রহণ করি। নাশতা শেষে ‘দিশারী পরিবহন’ নামক অন্য একটি বাস যোগে বিজয় স্মরণি, তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ‘নভোথিয়েটার’ দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। কিন্তু সেখানে পৌঁছে

হতাশার ঘোর অমানিশা চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। নভোথিয়েটার দেখা হবে না! দেশের অন্য প্রতিষ্ঠান তিনদিন আগ থেকে ১০-টা ৩০ মিনিটের শো বুকিং দিয়ে রেখেছে। এ কথা শুনে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মাথায়। নভোথিয়েটার দেখার জন্যই সফর একদিন এগিয়ে মঙ্গলবার করা হল। শুধু কি তাই বাস ভাড়াও দিতে হল তিন হাজার টাকা বেশী। কিন্তু অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। আশার আলো যেন নিভেও জ্বলে উঠল। পরিচালক সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সাথে কথা বললেন। আলহামদুলিল্লাহ! জানা গেল দেখার সুযোগ দুপুর ২-টায়। অতঃপর আমরা বায়তুল মুকাররম মসজিদ দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সেখানে ১০-টা ১৫ মিনিটে পৌঁছায়।

মসজিদ পরিচিতি :



বায়তুল মুকাররম মসজিদ বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ। ১৯৬০ সালের ২৭শে জানুয়ারী পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান মসজিদের কাজের উদ্বোধন করেন। পুরান ঢাকা ও নতুন ঢাকার মিলনস্থলে মসজিদটির জন্য ৮.৩০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়। ১৯৬৮ সালে

মসজিদটির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়। এর পরিবর্ধন কাজ এখনো অব্যাহত রয়েছে। মসজিদটিতে এক সাথে ৩০ হাজার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে। ফলে ধারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে এটি বিশ্বের ১০ম বৃহত্তম মসজিদ। মসজিদটিতে জুম'আর ছালাত ছাড়াও রামাযান মাসে অত্যধিক মুছল্লীর সমাগম হয়। বিধায় বাংলাদেশ সরকার ধারণ ক্ষমতা ৪০ হাজারে উন্নীত করেন। মসজিদটি ৮তলা বিশিষ্ট। নিচ তলায় রয়েছে বিপনী বিতান ও বিশাল মার্কেট। ২য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত প্রতি তলায় ছালাত আদায় করা হয়। মসজিদের অভ্যন্তরে ওয়ূর ব্যবস্থা সহ মহিলাদের জন্য পৃথক ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা ও পাঠাগার রয়েছে। অত্র মসজিদে একজন খতীব, চারজন পেশ ইমাম ও ১৭ জন খাদেম রয়েছেন।

জাতীয় জাদুঘর :



আমরা খুব অল্প সময়ে মসজিদ দেখে জাতীয় জাদুঘর দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সেখানে পৌঁছলাম ১১-টা ৫ মিনিটে। ১৯১৩ সালের ২০শে মার্চ ঢাকা জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে রাজধানী ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র শাহবাগে

৮.৬৩ একর জমির উপর একটি চারতলা ভবনে জাদুঘরটি অবস্থিত। এখানে প্রাচীনতম নিদর্শনাদি সংরক্ষিত আছে। রাজশাহীর সোহেল মাসউদ সেখানকার প্রদর্শক প্রভাষক। আমাদের পরিচয় জানতে পেরে তিনি সহ কয়েকজন দায়িত্বশীল গেটে আসলেন সকল সোনামণির সাথে সাক্ষাতের জন্য। তারা আমাদের সাথে সাক্ষাতে খুব খুশি হলেন এবং বিনা টিকিটে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। শুধু তাই নয় সবকিছু ঘুরে দেখার জন্য দু'জন দায়িত্বশীলকে সহযোগী হিসাবে আমাদের সাথে দিলেন।

আমরা সবাই জাদুঘরের ভিতরে গেলাম। প্রথমে যে দৃশ্য দেখলাম তাহলো বাংলাদেশ মানচিত্র গ্যালারিতে সংরক্ষিত আছে। আর একজন লোক আছেন সেটা দর্শকদের দেখানোর জন্য। তারপর অন্য কক্ষে গেলাম গ্যালারির ভিতরে কৃত্রিম উপায়ে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি, পশু পাখি কীটপতঙ্গ ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরীকৃত। এভাবে একের পর এক পশু-পাখি, ফুল-ফলের ছবি এছাড়াও বিভিন্ন রকম প্রাচীন হস্ত তৈরীকৃত জিনিসপত্র ও বিশাল দেহাকৃতির তিমি মাছের কঙ্কাল দেখে আমরা সবাই হতবাক হয়ে গেলাম। তখন সময় দুপুর ১টা।

আমরা জাদুঘরে বেশী সময় ব্যয় না করে সেখানে থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসলাম নভোথিয়েটার দেখার জন্য।

কারণ নভোথিয়েটারে দুপুর আমাদের পৌঁছার কথা আছে।

নভোথিয়েটার :



আমরা দুপুর ১-টা ৪০ মিনিটে বাস যোগে নভোথিয়েটারে পৌঁছায়। এটি তেজগাঁওয়ে ৫.৪৫ একর জমির উপরে অবস্থিত। দেশের এই প্রথম অত্যাধুনিক প্লানেটারিয়াম স্থাপনের ব্যয় হয় ১২৩ কোটি টাকা। ২৭শে সে. ২০০৪ সাল থেকে দর্শকদের জন্য নভোথিয়েটার নিয়মিত প্রদর্শনী চালু করা হয়।

নভোথিয়েটারে ২টি ফিল্ম প্রদর্শিত হয়। প্রথমটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে এবং অন্যটি মহাকাশ বিষয়ক ফিল্ম। সূর্য, চাঁদ, পৃথিবীর মডেল, গ্রহ-উপগ্রহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দেখানো হয়। যা দেখে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। আহ! সত্যিই কি বিস্ময়কর।

নভোথিয়েটারে আসন সংখ্যা ২৭৫টি এবং টিকিট মূল্য ১০০ টাকা। আমরা দুপুর পৌনে ২-টায় টিকিট নিয়ে নভোথিয়েটারে প্রবেশ করলাম তবে আমাদের পরিচয় জেনে তারা ৫৫ জনের টিকিট মূল্য নিলেন ও বাকীদের ফ্রী প্রবেশের ব্যবস্থা করলেন। বিকাল ৩-টা

পর্যন্ত ১ঘণ্টা প্রদর্শনী চলল। নভোথিয়েটারে ২য় তলায় রয়েছে মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করা বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের নাম ও ছবি। প্রতিদিন ছয়বার প্রদর্শনী চলে ও সপ্তাহে একদিন (বুধবার) বন্ধ থাকে।

জাতীয় চিড়িয়াখানা :

বিকাল ৩-টায় নভোথিয়েটার হতে বের হয়ে চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। অতঃপর বিকাল ৩-টা ৪৫ মিনিটে চিড়িয়াখানায় পৌঁছায়। সেখানে সবাই মিলে দুপুরের খাবার গ্রহণ করি। দীর্ঘ সময় ধরে বাসে ভ্রমণ করা ও বিভিন্ন স্থানে পায়চারি করে হাঁটার কারণে বিকাল বেলায় খাবার খাওয়ার পর শরীর অনেক ক্লান্ত হয়ে গেল। কিন্তু কি আর করার! চিড়িয়াখানা তো আমাদের মূল আকর্ষণ। তাই সকল ক্লান্তিকে ছুড়ে ফেলে আমরা টিকিট নিয়ে চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করি। গেট দিয়ে প্রবেশ করতেই হাতের বাম পাশে দেখি বিশাল এক হরিণের পাল। তা দেখে সকল সোনামণি আনন্দে উল্লোসিত হয়ে উঠল। এরপর আমরা চিড়িয়াখানার ভিতরে অবস্থিত জামে মসজিদে যোহর ও আছর ছালাত একত্রে কছর আদায় করি। ছালাত শেষে মহান আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি পশু-পাখি দেখার জন্য চিড়িয়াখানার বিভিন্ন দিকে ছুটে পড়ি। মসজিদে সংলগ্ন নেটের ভিতর রয়েছে বিশাল আকৃতির উটপাখি। তারা গাছের লতাপাতা খাচ্ছিল। মসজিদের পশ্চিম দিকে খাঁচায় আবদ্ধ রয়েছে বড় দেহ

আর বিশাল লম্বা গলাবিশিষ্ট জিরাফ। এক সাথে কয়েকটি দাঁড়িয়ে আছে। যা দেখে আমাদের মনটা আনন্দে বাকবাক হয়ে গেল। এছাড়াও দেখলাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সিংহ, গাধা, ঘোড়া, বন গরু, বানর, অজগর সাপ, চিল, ময়ূর, জল হস্তি, কুমির ইত্যাদি পশুপাখি। অপরূপ সৃষ্টি এই সকল পশুপাখি দেখে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। উল্লেখ্য যে, চিড়িয়াখানাতে দেড়শ প্রজাতির প্রায় ২০৪৯টি মেরুদণ্ডী প্রাণী রয়েছে। এরমধ্যে ৫৪ প্রজাতির ৩৭৮টি স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৬০ প্রজাতির ১২১৯টি পাখি, দশ প্রজাতির ৩৯০২টি মাছ। বার্ষিক দর্শক সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০০ লক্ষ।

পরিবেশ বলা যায় যে, আমরা সফর না করলে সৃষ্টির রহস্য জানতে পারতাম না। আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টির প্রশংসা মুখে বা কলমের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সত্যিই কি অপরূপ সৃষ্টি। মহান আল্লাহ কিভাবে তার সৃষ্টি কর্ম শুরু করেছেন এসকল সৃষ্টি দেখলে, চিন্তা-ভাবনা করলে প্রতিটি মানুষের অন্তর আল্লাহমুখী হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তার বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালে সফল মুমিন হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

‘সোনামণি সংগঠনের’ ‘মূলমন্ত্র’
রাসূলুল্লাহ ছালাল্লা-হু আলাইহে ওয়া
সাল্লামের আদর্শে নিজেকে গড়া।

ক বি তা গু চ্ছ

কিছু পণ

মুহাম্মাদ মাহফুয আলী
মোবারকপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

ছেটে শিশু হয়ে তুমি
করলে জন্মগ্রহণ,
একটু বড় হয়ে তুমি
করবে কিছু পণ।
তুমি হবে আদর্শ একজন
ছেটে সোনাগি,
তোমার ভেতর সঠিক জ্ঞানের
থাকবে কিছু খনি।
সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর
করবে ভরসা,
শত বিপদ আসলেও তুমি
কভু হবেনা নিরাশা।
রাসূলের আদর্শে তুমি
গড়বে নিজের জীবন,
সার্বিক জীবনে রাসূলের আনুগত্য
করবে সারাক্ষণ।
সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে
নিজেকে তুলবে গড়ে,
সকল কাজের সমাধান দেবে
কুরআন-হাদীছ পড়ে।
ন্যায়ের আদেশ দেবে তুমি
করবে অন্যায়ের প্রতিবাদ,
তোমার আদর্শে পাবে সবাই
সঠিক দ্বীনের স্বাদ।
দেশ ও জাতির সেবাই নিজেকে
উৎসর্গ করে দেবে,
ভাল কাজ করে পরকালে
জান্নাতে জায়গা নেবে।

চির রণবীর

মুহাম্মাদ ছিয়াম, ১০ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনাগি তুমি চির রণবীর
হবেনা তোমার পতন,
তোমার রয়েছে মওজুদ
আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন।
সোনাগি তুমি এগিয়ে চল
নিন্দুকের করোনা ভয়
সোনাগি তুমি অহি-র সেনানী
হবেই তোমার জয়।
সমাজ সংস্কারে অবিচল থাকো
দৃঢ় সাহস রাখ বৃকে,
তোমার ভয়ে কাঁপবে বাতিল
মরবে ধুকে ধুকে।
কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ বয়স
সামনে তোমার বাকী,
অহি-র পথ আঁকড়ে ধর
দিওনা কভু ফাঁকি।
বর্জন কর প্রবৃত্তি আর
অলসতার জীবন
ব্যস্ত থাকো জ্ঞান সাধনায়
এটাই হোক তোমার পণ।
কুরআন হাদীছ অধ্যয়ন কর
বাড়াও অনুধাবন
অহি-র আলোয় জীবন গড়াও
কর তার অনুসরণ।
ইলম অনুযায়ী আমল কর
সময় কাটাওনা হেলায়
জান্নাত তোমার প্রাপ্য হবে
চিরকাল থাকবে সেথায়।

সরল পথ

জুবায়ের হোসাইন, ৯ম শ্রেণী
দারুলহাদীহ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

সত্য কথা বল মুমিন
সরল পথে চল
ইহকালে দুঃখ হলেও
পরকাল হবে ভাল।
বাঁকা পথে দুষ্টরা সব
করছে কত খেলা
গেলে তুমি সেই পথে ভাই
বাড়বে শুধু জ্বালা।
সময় থাকতে ধর সবাই
আল্লাহর নবীর বাণী
চেষ্টা তোমার করতে হবে
শিখতে হবে কুরআন খানি।

পণ

আব্দুল্লাহ
রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

সকালে উঠিয়া আমি এই করি পণ
সারাদিন পুণ্যের বোঝা করি যেন বহণ।
পাপের বোঝা আমার যেন নাহি আসে ঘরে
দুখিরা আমার জন্য শান্তি পেতে পারে।
রোগীদের আমি যেন সেবা করতে পারি
অন্যের মাল আমি যেন না করি চুরি।
কারো সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না
গুরুজনের শুনবো আদেশ শুনবো তাদের মানা।
সত্য কথা ছাড়া আমি মিথ্যা বলব না।

অনুরাগী

মাহমুদা, দাওরা ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনামণি তুমি ইলমে অনুরাগী
সোনামণি তুমি রাসূলের আদর্শের অনুসারী
অনুভূতির হৃদয় করো জাগ্রত
সময় অপচয় থেকে থাকো সতর্ক।
থাকবে না কখনো কর্মশূন্য ও অবসর
তোমাকে করতে হবে সময়ের সন্থবহার।
হবে চমৎকার চিন্তা-ভাবনার অধিকারী
সময়ের কাছে হয়ো না অপরাধী।
বানাও কর্মব্যস্ততা ও উদ্যোগী হৃদয়
মস্তিষ্ককে সিজ্ঞ করো করুণার বারিধারায়।
তুমি হও সুন্নাহের অনুসারী
মোরা সর্বদা এ প্রত্যাশাই করি।

আমরা দেখি

মুহাম্মাদ মাহফুয, দাখিল পরীক্ষার্থী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল্লাহ তোমার এই ধরনীতে যা কিছু আছে
মোরা দেখি সব সকাল সাঁঝে।
সন্ধ্যা রাতে নীল আকাশে দেখি কত তারা
রাত ঘনিয়ে আসে যখন নিস্তব্ধ হয় ধরা।
রাতের আধার কেটে গেলে আলো দেয় সায়
পশু-পাখি দেখি তখন খাবার খোঁজে যাই।
গাছ-গাছালি, পাক-পাকালি গুণতে নাহি পারি
যে দিকে তাকায় শুধু দেখি সারিসারি।
নদী-নালা পাহাড়-পর্বত দেখি বর্ণা ধারা
তোমার ডাকে সারাটিক্ষণ দিয়ে যায় সাড়া।

আমার দেশ



নান্দনিক স্থাপত্যের নিদর্শন বায়তুল আমান মসজিদ

মুয়্যাম্মিল হক, দাখিল পরীক্ষার্থী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।



বরিশাল-বানারীপাড়া সড়ক ধরে এগিয়ে গেলে উজিরপুর উপযেলা। যা বরিশাল মহানগরী থেকে ২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। সড়কের পাশে গুঠিয়ার চাংগুরিয়া গ্রাম। এ গ্রামেই অবস্থিত দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তম মসজিদ। ১৪ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে অপূর্ণ সৌন্দর্যের নিদর্শন বায়তুল আমান জামে মসজিদ ও কমপ্লেক্স। স্থানীয়দের কাছে এটি গুঠিয়া মসজিদ হিসাবে পরিচিত। সৌন্দর্য ও এর বিশালতায় এটিকে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জামে মসজিদ।

১৪ একর জমির উপর প্রথম ২০০৩ সালে মসজিদটির স্থাপনার কাজ শুরু হয়। প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে ২০০৬ সালে এটির

কাজ শেষ হয়। সে বছরই সর্ব সাধারণের জন্য এটি খুলে দেওয়া হয়। মসজিদটিতে ব্যবহার করা হয়েছে উন্নমানের কাঁচ, ফ্রেম, বোস স্পিকার। যেটির কারণে এই মসজিদের আযান বিশেষভাবে শ্রুতিমধুর হয়েছে। এছাড়া মসজিদটির সীমানার মধ্যে ঈদগাহ্ ময়দান, দীঘি, ইয়াতীমখানা, ডাকবাংলো, গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা, লেক, পুকুরসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের বাগান রয়েছে। এই মসজিদটির তত্ত্বাবধানে ৩০ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। মহিলাদের ছালাত আদায়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে মসজিদটিতে।



উজিরপুরের গুঠিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা শিক্ষানুরাগী এস. সরফুদ্দীন আহমাদ চাংগুরিয়ার নিজ বাড়ীর সামনে ব্যক্তিগত খরচে মসজিদটি নির্মাণ করেছেন। প্রতিদিনই হাজারো দর্শনার্থী মসজিদটি দেখতে আসেন।

কমপ্লেক্সের ভেতরে একটি বৃহৎ মসজিদ-মিনার, ২০ হাজারের অধিক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ঈদগাহ্ ময়দান,

এতিমখানা, একটি ডাকবাংলো, গাড়ি পার্কিংব্যবস্থা, হেলিপ্যাড, লেক-পুকুরসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের বাগান রয়েছে। কমপ্লেক্সের মূল প্রবেশ পথের ডানে বড় পুকুর। দর্শনার্থীদের চলাচলের জন্য পুকুর পাড়ের রাস্তা পাকা করে দেয়া হয়েছে। রয়েছে মোজাইক দিয়ে পুকুরের শান বাঁধানো ঘাট। ঘাটের পাশে বাদাম গাছ। যার নিচে বসে বাতাসের শীতল ছায়ায় শরীর জুড়িয়ে নিতে পারেন মুছল্লীরা। পুকুরের পশ্চিম দিকেই মসজিদ।

মসজিদটির তিন পাশে খনন করা হয়েছে কৃত্রিম খাল। যা নিরাপত্তা বজায় রাখতে সহায়ক। মসজিদের সামনের পুকুরটি এমনভাবে খনন করা হয়েছে যে, পানিতে মসজিদটির পুরো প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

বায়তুল আমান মসজিদ লাগোয়া মিনারটির উচ্চতা ১৯৩ ফুট। ঘাটের ঠিক উল্টোদিকে মসজিদের প্রবেশ পথে বসানো হয়েছে দু'টি ফোয়ারা। রাতে আলোর বলকানিতে ফোয়ারাগুলো আরো দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। ২০টি গম্বুজের স্থাপত্যকলায় সাজানো হয়েছে বায়তুল আমান জামে মসজিদ ও কমপ্লেক্স।

ইউরোপ, এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের নামকরা মসজিদগুলোর নকশার অনুকরণে প্রায় ২১ কোটি টাকা ব্যয় করে এটি নির্মাণ করা হয়। মাঝখানের কেন্দ্রীয় গম্বুজের চারপাশে বৃত্তাকারে ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে লেখা হয়েছে পবিত্র আয়াতুল কুরসী। গোটা মসজিদের ভেতরের

চারপাশ জুড়ে ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে লেখা হয়েছে সূরা রহমান।

ভেতরের চারকোণের চার গম্বুজের নিচে, প্রবেশ তোরণের সামনে এবং ভেতরের দর্শনীয় কয়েকটি স্পটে শোভা পাচ্ছে আল-কুরআনের বিভিন্ন ক্যালিগ্রাফি। এসব সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফি এবং আলপনা করা হয়েছে বর্ণিল কাচ, মূল্যবান মার্বেল পাথর, গ্রানাইট ও সিরামিক দিয়ে। ভেতরের নয়টি গম্বুজে বিশালাকৃতির নয়টি অত্যাধুনিক ও মূল্যবান ঝাড়বাতি বসানো হয়েছে।



মসজিদটির মেঝেতে বসানো হয়েছে ভারত থেকে আনা সাদা মার্বেল পাথরের টাইলস। মসজিদটির ভেতরে এক হাজার ৪০০ মুছল্লী একসঙ্গে ছালাত আদায় করতে পারেন। বাইরের অংশে আরো ৫ হাজার মুছল্লী একত্রে ছালাত পড়তে পারেন। মহিলাদের ছালাত আদায়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে।

জীবন গড়ার শপথ নাও

সোনামণিতে যোগ দাও



মুছল্লীদের সুবিধার্থে স্থাপন করা হয়েছে বিদেশ থেকে আনা অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম। মসজিদের উত্তরপাশে দুইতলা বিশিষ্ট ভবনে রয়েছে কমপ্লেক্সের অফিস, খতীব ও মুয়াজযমিনের কোয়ার্টার, ইয়াতীমখানা ও হাফেযিয়া মাদরাসা।

এছাড়া মসজিদটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আড়াই একর জায়গায় রয়েছে কবরস্থান। বিদ্যুৎ লাইনের পাশাপাশি রয়েছে ১৫০/১৫ কেভিএ শক্তিসম্পন্ন নিজস্ব দুটি জেনারেটর। যার আলোকসজ্জায় মসজিদটি রাতে অনেক বেশি নয়নাভিরাম মনে হয়। কারণ এর ভেতরে-বাইরে এমনভাবে আলোকসজ্জা করা হয়েছে, যা দর্শকদের নিয়ে যায় অপার্থিব জগতে। চমৎকার ও দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদ কমপ্লেক্সটি ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে উঠেছে।

একুশে টেলিভিশন

প্রচারিত : ৬ই অক্টোবর ২০১৭।

‘নারীরাই সন্তানের প্রধান শিক্ষিকা’

- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

দৈনন্দিন বিজ্ঞান

সংগ্রহে : মাযহারুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. কাচ তৈরীর প্রধান কাঁচামাল কী?

উ : বালি।

২. পিঁপড়া কামড়ালে জ্বালা করে কোন রাসায়নিক পদার্থের কারণে?

উ : ফরমিক এসিডের কারণে।

৩. কচু খেলে গলা চুলকায় কেন?

উ : কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট আছে তাই।

৪. কাপড়ে কালির দাগ লাগলে সহজেই উঠানো যায় কী দ্বারা?

উ : লেবুর রস দ্বারা।

৫. দুধের বিশুদ্ধতা বা ঘনত্ব পরিমাপ করার যন্ত্রের নাম কী?

উ : ল্যাক্টোমিটার।

৬. সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রের নাম কী?

উ : ফ্যাদোমিটার।

৭. লবণাক্ত পানি সুস্বাদু পানি অপেক্ষা-

উ : ভারি।

৮. কোথায় সাঁতার কাটা সহজ এবং কেন?

উ : সমুদ্রে। কারণ সমুদ্রের পানির ঘনত্ব অন্যান্য পানির ঘনত্বের অপেক্ষা বেশী।

৯. চাঁদে কোন শব্দ করলে তা শোনা যাবে না কেন?

উ : চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই তাই।

রহস্যময় পৃথিবী

বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকার রাস্তা

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগর।

পৃথিবীতে কিছু রাস্তা আছে যেগুলো দেখলে মনে হয় মানুষের পক্ষে কিভাবে সম্ভব এগুলো রাস্তা দিয়ে গমন করা? চলুন ঘুরে আসি এমন ভয়ংকর রাস্তাগুলো থেকে যা দেখলে মনে ভীতি তৈরী হবে।

ওবেরাল্প পাস, সুইজারল্যান্ড :



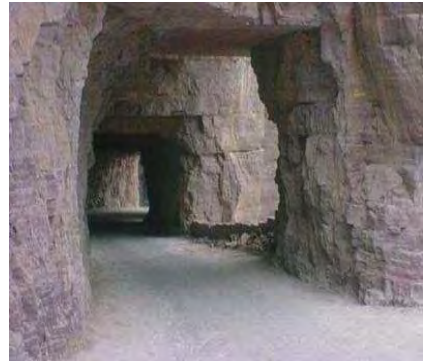
এটি একটি অসাধারণ রাস্তা যা সুইস মাউন্টেনের উপর অবস্থিত। কেন্দ্রীয় সুইজারল্যান্ড এবং ওবেরাল্প পাস রাস্তা। শুধুমাত্র গ্রীষ্মে খোলা এই রাস্তাটি ড্রাইভারদের অনেক প্রিয় একটি রুট। শীতে এটি হাইকিং এবং স্কি ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বার্নার্দিনো পাস, সুইজারল্যান্ড :



পৃথিবীর অন্যতম একটি সুন্দর রুট হল সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত সান বার্নার্দিনো পাস। রাস্তাটি সুইস শহর মিসব্ল এবং হিন্টেরহেইন-কে সংযুক্ত করেছে। রাস্তাটি অনেক মসৃণ। অসংখ্য হেয়ারপিন এবং বিপজ্জনক বাঁক রাস্তাটিকে করেছে চ্যালেঞ্জিং। ৬.৬ কিলোমিটার লম্বা অসাধারণ একটি টানেল রাস্তাটিকে আরো মোহনীয় করে তুলেছে।

গোয়ালিয়াং টানেল রোড, চীন :



ছবিটির দিকে তাকান। তাহলেই বুঝতে পারবেন রাস্তাটি কেমন। পৃথিবীর অন্যতম

ভয়ংকর রাস্তা বলা হয় এটিকে। পাহাড় কেটে ছিদ্র করে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ। হাযার হাযার মানুষের সহযোগিতায় বানানো এই রাস্তা ১৯৭৭ সালে চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। রাস্তাটি ৫ মিটার উচু ও ৪ মিটার প্রস্থ।

ট্রলস্টিজেন, নরওয়ে :



ট্রলস্টিজেন রাস্তা যা রাউমা অঞ্চল দিয়ে গিয়েছে। রাস্তাটির সবচেয়ে বড় সুন্দর দিক হল বিশাল বিশাল পাহাড়ের গায়ে মইয়ের ধাপের মত দেখতে। রাস্তাটি দিয়ে উঠতে গেলে আপনার যাত্রাপথে চোখে পড়বে বেশ কয়েকটি ঝর্ণা। চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুন তো। কি সুন্দর! ছবি দেখলেই বুঝবেন ১১টি হেয়ারপিন কতটা চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে রাস্তাটিকে। সবচেয়ে আনন্দ লাগবে যখন একেবারে চূড়ায় যাবেন। চারপাশে ঝর্ণা, পাহাড় আরো কত কী! যা দেখে হৃদয় জুড়িয়ে যাবে। আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন।

নর্থ ইয়ংগাস 'মৃত্যুর রাস্তা', বলিভিয়া :



নর্থ ইয়ংগাস রাস্তাটি ৪৩ মাইল লম্বা এবং এটি লা পাজ এবং করইকো-কে আন্দিজের বলিভিয়া প্রান্তের সাথে যুক্ত করেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে এটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক রাস্তা বলা হয়। প্রথমেই ছবি দেখুন, এরপর চিন্তা করুন, বিপজ্জনক ড্রপ অফ টাইট হেয়ারপিন, অত্যন্ত সংকীর্ণ প্যাসেজ এবং রাস্তাটি এক লেনের। পুরো রাস্তাটি পাহাড়ের গায়ে সরু একটা রেখার মত। তার উপর কুয়াশা কিংবা বৃষ্টিতে রাস্তা দেখা যায় না। কি অসম্ভব ভয়ংকর! প্রতি বছর প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ জন মানুষ মারা যায় এখানে। মৃত্যু রাস্তা কি এমনি বলে!

কা'ব বিন মালেক (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে মুকাবিলা করা অথবা বোকাদের সাথে ঝগড়া করা অথবা তার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইলম শিখে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন' (তিরমিযী হা/২৬৫৪)।

দেশ পরিচিতি

তুরস্ক

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : রিপাবলিক অব টার্কি।

রাজধানী : আঙ্কারা

আয়তন : ৭,৮০,৫৮০ বর্গ
কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৭.৯৬ কোটি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৬%।

ভাষা : তুর্কি।

মুদ্রা : লিরা।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : মুসলিম (৯৮.০%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৫%।

মাথাপিছু আয় : ১৮,৭০৫ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭৫.৫ বছর।

সরকার পদ্ধতি : সংসদীয় গণতন্ত্র।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২৪শে
অক্টোবর ১৯৪৫ সাল।

‘ভিতরে-বাইরে প্রচণ্ড বাধার মধ্যেও কেবলমাত্র প্রবল আত্মশক্তি ও আল্লাহর উপর দৃঢ় নির্ভরশীলতা মুসলমানদেরকে যেকোন পরিস্থিতিতে বিজয়ী করে থাকে’ -প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

যেলা পরিচিতি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

যেলাটি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সাল।

সীমা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার পূর্বে হবিগঞ্জ ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ; উত্তরে ভারতের আসাম রাজ্য ও দক্ষিণে কুমিল্লা যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ১,৮৮১.২০ বর্গ কিলোমিটার।

উপজেলা : ৯টি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, আখাউড়া, কসবা, বাঞ্ছারামপুর, সরাইল, নবীনগর, নাসিরনগর, বিজয়নগর ও আশুগঞ্জ।

পৌরসভা : ৫টি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া, কসবা, বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর ও আখাউড়া।

ইউনিয়ন : ১০০টি।

গ্রাম : ১,৩২৩টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : তিতাস, সালদা ও মেঘনা।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : তিতাস গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্র ও সার কারখানা।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : সানাউল হক (কবি), অলি আহমাদ (ভাষা সৈনিক), ঈসা খান (বারো ভূঁইয়াদের নেতা), কবি আল মাহমুদ, নূরুল আমীন (পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী), আলী আকবর খাঁ ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন (রাজনীতিবিদ) প্রমুখ।

সংগঠন পরিভ্রমণ

ভাদুড়িয়া বাজার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৭ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য সকাল
১১-টায় যেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন
মাদরাসা বায়তুল ইলম (মহিলা শাখা) এ
এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র
মাদরাসার পরিচালক ও যেলা 'যুবসংঘ'-
এর সভাপতি এ.এইচ.এম রায়হানুল
ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত
প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত
ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক
রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন
তেলাওয়াত করে সোনামণি ছাদিকা খাতুন
ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে
আতীকা খাতুন।

মোল্লাডাইং দক্ষিণপাড়া, পবা, রাজশাহী
২রা ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে
৭-টায় যেলার পবা থানাধীন মোল্লাডাইং
দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে
এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র
মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ
আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে
উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-
পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন
তেলাওয়াত করে সোনামণি শাহীনুল
ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন
করে সুমাইয়া খাতুন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা
করেন আকরামুয়্যামান।

পাইকপাড়া, পবা, রাজশাহী ৫ই ফেব্রুয়ারী
মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার পবা

থানাধীন পাইকপাড়া আহলেহাদীছ জামে
মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক
মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে
অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও
সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র
পরিচালক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে
কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ওমর
ফারুক ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে
ফাতেমা খাতুন।

বালিয়াডাঙ্গা, সদর, নাটোর ১৫ই ফেব্রুয়ারী
শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর
থানাধীন বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে
মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক
ও উপজেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ
মোয়াযযেম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত
উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে
উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-
পরিচালক আবু হানীফ ও নাটোর সাংগঠনিক
যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ
রাসেল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা ও উপজেলা
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর
সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ ও
'সোনামণি'র উপদেষ্টা ও 'বাংলাদেশ
আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সভাপতি
মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে কুরআন
তেলাওয়াত করে সোনামণি মারিয়াম খাতুন
ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে
ইয়ালাম খাতুন।

প্রাথমিক চিকিৎসা

রাতে কাজ, দিনে ঘুম

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

মহান আল্লাহ আমাদের জন্য দিনকে করেছেন কর্মক্ষেত্র ও রাতকে করেছেন বিশ্রামক্ষেত্র। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآيَاتِكُمْ مِنْ آيَاتِهِ فَظَلِمَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ 'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হল রাত্রি ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয়ই এর মধ্যে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী নিহিত রয়েছে' (ক্বম ৩০/২৩)। নিদ্রার সবচেয়ে বড় সুফল হিসাবে বলা হয়েছে, سُبَاتًا বা ক্লাস্তি দূরকারী। এই ক্লাস্তি দৈহিক ও মানসিক উভয়টিই হতে পারে। ব্যথাতুর ব্যক্তি ঘুমিয়ে গেলে ব্যথা ভুলে যায়। শোকাতুর ব্যক্তি নিদ্রা গেলে শোক ভুলে যায়। ঘুম থেকে উঠলে তার দেহ-মন তরতয়া হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, কমপক্ষে ছয় মিনিট গভীর ঘুম হলে ক্লাস্তি দূর হয়ে নবজীবন লাভ হয়। ঘুম তাই আল্লাহ প্রদত্ত এক অমূল্য মহৌষধ। যা দেহ ও মনে স্বস্তি ও শান্তি দানকারী (ক্বম ৩০/২৩)। এবার যারা পেশাগত বা নিয়মিতকাজে রাতের পালায় ব্যস্ত থাকেন এবং দিনের বেলাটা ঘুমিয়ে পার করেন, তাদের বিপাক বা শরীরের

স্বাভাবিক রীতির বিপরীত কাজ করে। কেননা মানুষসহ সকল প্রাণীর জন্য নিদ্রা হল আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। নিদ্রা না থাকলে মানুষ কোন কাজেই উদ্যম ও আগ্রহ খুঁজে পেত না। অন্য আয়াতে নিদ্রাকে আল্লাহর অস্তিত্বের অন্যতম নিদর্শন (آية) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآيَاتِكُمْ مِنْ آيَاتِهِ فَظَلِمَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ 'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হল রাত্রি ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয়ই এর মধ্যে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী নিহিত রয়েছে' (ক্বম ৩০/২৩)। নিদ্রার সবচেয়ে বড় সুফল হিসাবে বলা হয়েছে, سُبَاتًا বা ক্লাস্তি দূরকারী। এই ক্লাস্তি দৈহিক ও মানসিক উভয়টিই হতে পারে। ব্যথাতুর ব্যক্তি ঘুমিয়ে গেলে ব্যথা ভুলে যায়। শোকাতুর ব্যক্তি নিদ্রা গেলে শোক ভুলে যায়। ঘুম থেকে উঠলে তার দেহ-মন তরতয়া হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, কমপক্ষে ছয় মিনিট গভীর ঘুম হলে ক্লাস্তি দূর হয়ে নবজীবন লাভ হয়। ঘুম তাই আল্লাহ প্রদত্ত এক অমূল্য মহৌষধ। যা দেহ ও মনে স্বস্তি ও শান্তি দানকারী (ক্বম ৩০/২৩)। এবার যারা পেশাগত বা নিয়মিতকাজে রাতের পালায় ব্যস্ত থাকেন এবং দিনের বেলাটা ঘুমিয়ে পার করেন, তাদের বিপাক বা শরীরের

বিভিন্ন সজীব উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার গতি ধীর হয়ে পড়ে। আর শরীরের ক্যালরি কম খরচ হয় বলে তারা মোটা হয়ে পড়তে পারেন। সংক্ষিপ্ত এক গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী এসব তথ্য জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সেস সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকেরা ১৪ জন স্বেচ্ছাসেবকের ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখতে পান, রাতের পালায় কাজ শুরু করার সঙ্গে তাদের শরীরে ক্যালরি পোড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এক হাজার ৭৪১ জন নারী পুরুষের ওপর এক গবেষণায় দেখা যায়, যারা ১০ থেকে ১৪ বছর ধরে দিনে ৬ ঘণ্টারও কম ঘুমিয়েছেন- তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। ১৫ জনের ওপর এক সংক্ষিপ্ত গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র এক রাত না ঘুমানোর ফলে তাদের মস্তিষ্কের টিস্যু ক্ষয় হয়েছে।

অপর্যাপ্ত ঘুমের ক্ষতিকর দিক সমূহ :

১. ঘুম কম হলে মলাশয় ও স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।
২. দীর্ঘদিন ধরে অনিদ্রা এবং স্থূলতার মধ্যে যোগসূত্র আছে।
৩. স্বল্প দিনের অনিদ্রা থেকে যারা আস্তে আস্তে স্থায়ী অনিদ্রার মতো সমস্যার দিকে এগিয়ে যান, তারা অস্বাস্থ্যকর ও উচ্চ ক্যালরির খাবারের দিকে ঝুঁকি পড়েন।

৪. কয়েক ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।
৫. স্থূলতার ঝুঁকি অনেক বাড়ে।
৬. মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়ে চারগুণ।
৭. খিদে বাড়ে।
৮. দুর্ঘটনার ঝুঁকি।
৯. দেখতে ভালো লাগেনা।
১০. ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।
১১. মস্তিষ্কের টিস্যু ক্ষয় হয়।
১২. আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।
১৩. মনোযোগ হ্রাস ও ভুলে যাওয়া সমস্যা।
১৪. মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে।
১৫. হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে।
১৬. ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে।

(সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২০শে নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৪)।

■ হযরত কা'ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য ধ্বংসকর' (তিরমিযী হা/২৩৭৬)।

■ কা'ব বিন ইয়ায (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য বিপদ রয়েছে। আর আমার উম্মতের বিপদ হল সম্পদ' (তিরমিযী হা/২৩৩৬)।

ভাষা শিক্ষা

সময়

সুমাইয়া, দাওরা ১ম বর্ষ
আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বিকেল - بَعْدَ الظُّهْرِ - Afternoon
(আফটারনুন)

আজ - الْيَوْمَ - To-day (টুডেই)

ঋতু - مَوْسِمٌ - Season (সীজন)

এখন - الْآنَ - Now (নাউ)

কাল - زَمَنٌ - Time (টাইম)

আগামী কাল - غَدًا - Tomorrow (টুমরো)

গত কাল - أَمْسٌ - Yesterday (ইয়েস্টারডেই)

খ্রিস্টাব্দ - الْمِيلَادِيَّةُ - Christian era
(ক্রিস্চিয়ান ইরা)

গ্রীষ্ম - الصَّيْفُ - Summer (সামার)

ঘড়ি - سَاعَةٌ - Clock (ক্লক)

ঘণ্টা - سَاعَةٌ - Hour (আউয়ার)

তখন - حِينَئِذٍ - Then (তখন)

তারিখ - تَارِيخٌ - Date (ডেইট)

দিন - يَوْمٌ - Day (ডেই)

দুপুর - ظُهْرٌ - Noon (নুন)

পর - بَعْدُ - After (আফটার)

পূর্বে - قَبْلَ - Before (বিফ্যর)

প্রতিদিন - كُلَّ يَوْمٍ - Everyday (এভরিডেই)

কুইজ

১. বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, সে বস্তু দু'টি কী?'

উ:

২. যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করে তার স্থান কোথায় হবে?

উ:

৩. কোন কারণে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়?

উ:

৪. কোন জিনিস কল্যাণ বৈ কিছুই আনায়ন করে না?

উ:

৫. কোন দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না?

উ:

৬. নফল ইবাদতের চেয়ে কোন কাজ উত্তম?

উ:

৭. মুসা (আঃ)-এর অনুসারীরা তাঁর আসা বিলম্ব দেখে কোন কাজে লিপ্ত হয়েছিল?

উ:

৮. যারা ইয়তীমের মাল ভক্ষণ করে তারা মূলত কী করে?

উ:

৯. তুরস্কের রাজধানী কোথায়?

উ:

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

□ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ :
আগামী ১৫ই এপ্রিল ২০১৯।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. ৩০ নেকী পাওয়া যাবে ২. ৪টি ৩. ×
৪. ডান দিক থেকে ৫. ১০ বছর ৬.
পরিপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা
সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্রোধ বা রাগকে দমন
করে ৭. সূরা ফাতিহাকে ৮. ভিটামিন
'কে' ৯. গাঢ় হলুদ পোশাক ৯. কুরআন
ও হাদীছ।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

জামনগর, নাটোর।

২য় স্থান : আফীফা তাসনীম, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : মুহাম্মাদ তাওফীক, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

সোনাগণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম :

প্রতিষ্ঠান :

শ্রেণী :

ঠিকানা :

মোবাইল :

সোনাগণির ১০টি গুণাবলী

○ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াজে
ছালাত আদায় করা।

○ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-
অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া
ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম
সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

○ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান
করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা
পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

○ মিসওয়াক সহ ওযু করে ঘুমানো ও ঘুম
থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযু করা
এবং প্রত্যহ সকালে উনুজ্ত বায়ু সেবন ও
হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

○ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং
দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী
সাহিত্য পাঠ করা।

○ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে
নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

○ কৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-
টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে
চলা।

○ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে
সুন্দর ব্যবহার করা।

○ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করা
এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে
শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ
করা।

○ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট
কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।